বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে : জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান

জেনেভা : সহিংসতা এবং বিরোধী প্রার্থী ও সমর্থকদের দমন-পীড়নের ফলে রোববারের ভোটের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও মন্তব্য তার। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা ওএইচসিএইচআর সোমবার বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে সংস্থাটির প্রধান ফলকার টুর্ক জানিয়েছেন, ভোট শুরুর আগের কয়েক মাস হাজার হাজার বিরোধী সমর্থককে নির্বিচারে আটক করা হয়েছে বা ভয় দেখানো হয়েছে। এই ধরনের কৌশল সত্যিকারের আন্তরিক প্রক্রিয়ার জন্য সহায়ক নয়।'' তিনি বলেন, ''আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি যেন সব বাংলাদেশির মানবাধিকার সম্পূর্ণরূপে বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং দেশে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।'' বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বয়কট করা নির্বাচনের আগে আইন প্রয়োগেকারী কর্মকর্তারা গণগ্রেপ্তার, হুমকি, গুম, ব্ল্যাকমেইলিং এবং নজরদারির মতো পদ্ধতি কাজে লাগানোর তথ্য পাওয়া গেছে।

বাজার দর

SENSEX : 71386.21 +30.99
NIFTY : 21544.85 +31.85

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	14.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .19 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .32 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

প্রবাদপ্রতিম জার্মান ফুটবলার বেকেনবাওয়ার মারা গেছেন, বয়স হয়েছিল ৭৮

বার্লিন : জার্মান সংবাদ সংস্থা ডিপিএ সোমবার জানিয়েছে, প্রবাদপ্রতিম ফুটবলার ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮। খেলোয়াড় ও কোচ উভয় ভূমিকায় তিনি বিশ্বকাপ জিতেছেন। সাবলীল ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি জার্মানির মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ডিপিএকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বেকেনবাওয়ারের পরিবার বলেছেন, গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি যে, আমার স্বামী ও আমাদের বাবা ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার গতকাল রবিবার ঘুমের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর অন্তিম সময়ে পাশে ছিলেন তাঁর পরিবার। আমরা চাই, আমাদের নির্বিঘ্নে শোক পালন করতে দেওয়া হোক এবং কোনও রকম প্রশ্ন করে আমাদের বিব্রত করবেন না। এই বিবৃতিতে মৃত্যুর কারণ জানানো হয়নি। গত কয়েক বছর ধরে বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক এই ফুটবলার শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। বেকেনবাওয়ার ছিলেন জার্মান ফুটবলের অন্যতম পুরোধা। তিনি জার্মানির ফুটবল দলে রক্ষণভাগ সামলেছেন এবং ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের কাছে পরাজয়ের পর ১৯৭৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানি বিশ্বকাপ খেতাব জয় করেছিল। ১৯৯০ সালে জার্মানি যখন আবার বিশ্বকাপ জয়ী হয় তখন তিনি ছিলেন জাতীয় দলের কোচ। বার্লিনের প্রাচীর পতনের কয়েক মাস পর পুনর্মিলনের সময় এটি ছিল দেশের জন্য এক প্রতীকী মুহূর্ত। ২০০৬ সালে জার্মানিতে সফলভাবে বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের পিছনে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তবে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে ঘুষ দিয়ে তিনি বিশ্বকাপ আয়োজনের বরাত পেয়েছিলেন। এতে তাঁর ভাবমূর্তি কালিমা লিপ্ত হয়েছিল বটে, তবে তিনি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। মিউনিখ জেলার গিসিং এর এক শ্রমজীবী পরিবারের সন্তান তিনি। তাঁর বাবা ছিলেন ডাকবিভাগের কর্মচারী। তারপরও বেকেনবাওয়ার তাঁর পেশাদার জীবনে হয়ে উঠেছিলেন সর্বকালের অন্যতম সেরা একজন খেলোয়াড়। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে ও ১৯৮০-র দশকের শুরুতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক কসমসে খেলেছেন।

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>092 >> 24 Poush 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৯২ >> << ২৪শে, পৌষ ১৪৩০>>

আসন সমঝোতাঃ আপসহ অন্যদের সঙ্গে কংগ্রেসের কথা এগোলো

নতুন দিল্লি (গৌতম হোড়): বিরোধী জোট ইন্ডিয়া পার্টির দলগুলির মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। দিল্লিতে কংগ্রেসকে তিনটি আসন ছাড়তে আপ রাজি।

বিজেপির বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে ইন্ডিয়া জোটের শরিক ও সহযোগী দলগুলি। দিল্লিতে সোমবার আপ ও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই বৈঠকে আপ দিল্লির তিনটি আসন কংগ্রেসকে দিতে চাইছে। আপ লড়তে চায় চারটি আসনে। ভারতে লোকসভা নির্বাচনের অনেক আগেই আসন সমঝোতা করে ফেলতে চায় বিরোধীরা।

আপের হয়ে বৈঠকে ছিলেন দুই মন্ত্রী অতিশি ও সৌরভ ভরদ্বাজ এবং সংগঠনের দায়িত্বে থাকা সন্দীপ পাঠক। কংগ্রেসের পক্ষে ছিলেন মুকুল ওয়াসনিক, অশোক গেহলট, অজয় মাকেনরা। এই বৈঠকেই চার তিন ফর্মুলার কথা বলেন আপ নেতারা। কংগ্রেসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তারা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবেন। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আবার বৈঠকে বসবে দুই দল। আপ নেতা অনুপ ঠাকুর ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''আমরা সমঝোতা করতে চাই। তাতে আপ ও কংগ্রেস দুই দলই লাভবান হবে। দিল্লিতে একবার আসন সমঝোতা হলে পাঞ্জাবেও সম্ভবত হবে।'' পাঞ্জাবে দুই দলের রাজ্য নেতারা জানিয়েছেন, তারা আসন সমঝোতা চান না। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে করছে, সমঝোতা করলে লাভ হবে। তবে পাঞ্জাবের রাজ্য নেতৃত্বকে তাদের আগে রাজি করাতে হবে। কংগ্রেস হাইকম্যান্ডও এবার আসন সমঝোতা করার বিষয়ে রীতিমতো আগ্রহ দেখাচ্ছে।

বিহারে আসন সমঝোতা নিয়ে লালুপ্রসাদের দল আরজেডির সঙ্গে কংগ্রেসের একদফা আলোচনা

হয়েছে। এবার জেডি ইউর সঙ্গে হবে। বিহারের যে ফর্মুলা নিয়ে কথা চলছে তা হলো, জেডি ইউ ও আরজেডি ১৭টি করে আসনে লড়বে, কংগ্রেস লড়বে চারটিতে এবং সিপিআইএমএল ও সিপিআই একটি করে আসন পাবে। কংগ্রেস রাজ্যসভার একটি আসন পাবে। এই বৈঠকের পর কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ বলেছেন, ''আমরা আসন নিয়ে আমাদের মতামত জানিয়েছি। ওরাও জানাবে। বিভিন্ন দলের সঙ্গে বৈঠক হবে।'' সিপিআই নেতা পল্লব সেনগুপ্ত ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, তাদের এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তারা বিহার একটি আসন ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ আসনটিতে লড়তে চান। সেই আসন না পেলে তারা বেশ কিছু আসনে প্রার্থী দিতে পারেন। পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন, ''আমরা মণিপুরে একটি আসনে লড়ব। আমরা চাই, মণিপুরে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট আমাদের সমর্থন করুক। মণিপুরের মেইতেই অধ্যুষিত আসনে আমরা সাধারণত দ্বিতীয় স্থানে থাকি। তাছাড়া মণিপুরে আমরা বিধানসভায় সাড়ে সাত শতাংশ ভোট পেয়েছিলাম। তাই এখানে আমাদের লড়তেই হবে।''

মহারাষ্ট্র নিয়ে মঙ্গলবারই দিল্লিতে আলোচনায় বসছেন শিবসেনা, কংগ্রেস ও এনসিপি নেতারা। এনসিপি জানিয়েছে, তারা ২৩টি আসনে লড়তে চায়। তবে উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, তারা কোনোভাবেই চাইবেন না যে, জোট ভেঙে যাক। তারা একসঙ্গেই লড়বেন। প্রবীণ সাংবাদিক সুনীল চাওকে বলেছেন, ''গতবার এনসিপি ১৮টি আসনে জিতেছিল। তার মধ্যে এখন মাত্র পাঁচজনই ঠাকরের সঙ্গে আছেন। কিন্তু ওই ১৮টি আসনের দাবি কারা ছাড়বে না। কংগ্রেস গতবার একটি আসনে জিতলেও ১৭টি জায়গায় যেখানে বিজেপি জিতেছিল, সেখানে তারা দুই নম্বরে ছিল। এমন হতে পারে এনসিপি ও কংগ্রেস প্রায় সমান সংখ্যক আসনে লড়বে। এনসিপিও গোটা ১২ আসনে লড়বে। প্রকাশ আম্বেডকরকে ঠাকরে বা কংগ্রেস একটি আসন ছাড়বে।'' তামিলনাড়ুতে গতবারের ফর্মুলাই বজায় থাকবে বলে প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে। কংগ্রেস নয়টি আসন পাবে। সিপিআই ও সিপিএম পাবে দুইটি করে আসন। বাকি ডিএমকে লড়বে। তারা গোটা দুই আসন ছোট কোনো দলকে ছাড়তে পারে। তেলেঙ্গানাতে সিপিআই একটি আসনে লড়তে চায়। কিন্তু কংগ্রেস এখানে ১৭টি আসনেই লড়তে চায়। কর্ণাটকেও কংগ্রেস ২০টি আসনেই লড়বে। কেরালায় তারা লড়বে ১৬টি আসনে, চারটি আসন তারা ছাড়বে ছোট শরিকদের। অন্ধ্রেও কংগ্রেস ২৫টি আসনে লড়ার পক্ষপাতী। তবে সিপিআই এখানে দুইটি আসন চায়। এনিয়ে কথা হবে। উত্তরপ্রদেশ আসন সমঝোতা নিয়ে কংগ্রেস চাপে আছে। সমাজবাদী পার্টি যদি কংগ্রেসকে এখানে গোটা আটেক আসন ছাড়ে, তাহলে তারা মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে আসন চাইবে। ছত্তিশগড়ে দান্তেওয়াড়া চায় সিপিআই। রাজস্থানে সিপিএম একটি আসনের দাবিদার। গুজরাটে আপ পাঁচটি আসনে লড়তে চায়। গোয়াতেও তারা একটি আসন চায়।

ঝাড়খণ্ডে আসন সমঝোতার আপাতত ফর্মুলা হলো, কংগ্রেস সাতটি, জেএমএম চারটি ও বামেরা তিনটি আসন। তবে চূড়ান্ত আলোচনা বাকি।

গতবারের তুলনায় কংগ্রেসের এবারের মনোভাবে কিছুটা পরিবর্তন দেখছেন অন্য বিরোধী দলের নেতারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাম নেতার কথায়, কংগ্রেস এবার অনেক বেশি নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হলো রাজ্য নেতাদের কট্টর মনোভাবের মোকাবিলা করা এবং অন্য দলগুলিকে আসন ছাড়া। অনমনীয় মনোভাব দেখাতে গিয়ে তারা ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে হেরেছে বলে ওই বাম নেতার মত।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এখনো স্পষ্ট হয়নি। প্রদেশ কংগ্রেস তৃণমূলের কাছ থেকে দশটি আসন চায়। তৃণমূল দিতে চায় মাত্র দুইটি আসন। এনিয়ে আলোচনা হবে। শেষপর্যন্ত আসন সমঝোতা হবে নাকি কংগ্রেস ও বামেরা একসঙ্গে লড়বেন তা আরো কিছুদিন পর স্পষ্ট হবে। তবে তৃণমূল যেমন কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা চাইছে, তেমনই কংগ্রেস হাইকম্যান্ডও সমঝোতার পক্ষে। কিন্তু অধীর রঞ্জন চৌধুরীরা সমঝোতার বিরোধী। তবে সবই নির্ভর করছে, তৃণমূল কটা আসন ছাড়তে রাজি হবে এবং রাহুল গান্ধীরা শেষপর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবেন তার উপর। এখনো পর্যন্ত যতগুলি বৈঠক হয়েছে, তাতে কংগ্রেস নেতারা এই নমনীয় মনোভাব দেখিয়েছেন। সম্প্রতি তিন রাজ্যে হারার পরে তাদের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখছেন বিরোধীরা।

রাশিয়ার ৫০টি ক্রুজ মিসাইল হামলার কথা জানিয়েছে ইউক্রেন

জেমিভ : বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলেছেন, রাশিয়া ড্রোন এবং ৫০টির বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইউক্রেনের একাধিক অঞ্চলে হামলা চালিয়েছে। এতে তিনজন নিহত হয়েছে। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী বলেছে, দেশটির বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী রাশিয়ার নিক্ষেপ করা আটটি ড্রোনকে গুলি করে ভূপাতিত করেছে। তবে রাতভর হামলায় ৫১টি রাশিয়ান ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে মাত্র ১৮টি প্রতিহত করতে পেরেছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্সির ডেপুটি হেড ওলেক্সি কুলেবা বলেছেন, রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির জন্মস্থান দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলের শহর ক্রাইভি রিহতে একটি বিপণী কেন্দ্র এবং উঁচু ভবনগুলোতে আঘাত করেছে। কুলেবা জানান, একজন নিহত হয়েছে।

খমেলনিটস্কির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সেখানকার পশ্চিমাঞ্চলে রাশিয়ার একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত একজন নিহত হয়েছে। ইউক্রেনের পুর্বাঞ্চলের খারকিভ অঞ্চলের আঞ্চলিক গভর্নর ওলেগ সিনেগুবভ বলেছেন, জেমিভ শহরে একজন নিহত হয়েছে। নেটোর সেক্রেটারি জেনারেল স্টলটেনবার্গ রাশিয়ার সাম্প্রতিক ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নিয়ে আলোচনা করার জন্য বুধবার নেটো-ইউক্রেন কাউন্সিলের একটি সভা করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় সর্বসাম্প্রতিক আক্রমণগুলো হয়েছে। সাম্প্রতিক হামলার মধ্যে বছরের শুরু থেকে ব্যাপক সংখ্যক ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রবিবার জেলেন্সকি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন, রাশিয়া পরাজিত হতে পারে এবং তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, ইউক্রেনের যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে যে ইউরোপকে ইউক্রেনের সাথে একটি যৌথ অস্ত্র উৎপাদন তৈরি করা উচিত এবং তাদের প্রতিরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্রাগার তৈরি করা উচিত। ২০২৪ সালে ইউক্রেনের রাজধানীতে প্রথম সরকারি বিদেশী পরিদর্শক হিসাবে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়া একটি অঘোষিত সফরকালে জাপানও কিয়েভকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

আলোচনা

আরবদের যুদ্ধবিরতির দাবি প্রত্যাখ্যান করে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সমর্থন করা অব্যাহত রেখেছে

ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের বিস্তার রোধে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব সফরে ব্লিংকেন

আবুধাবি (এজেন্সী): সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি ইসরাইল সফরে যাবেন। তিনি গাজায় আরও মানবিক সহায়তা প্রদান, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা দেয়া এবং সংঘাত যাতে অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে না পরে তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতা শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদের সাথে আলোচনায় ব্লিংকেন সংঘাতের বিস্তার রোধ করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন এবং ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অগ্রগতির মাধ্যমে স্থায়ী আঞ্চলিক শান্তি নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকারের ওপর জোর দিয়েছেন। সৌদি আরবে ব্লিংকেন ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে বৈঠক করার কথা।

রবিবার জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ এবং কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সাথে বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কূটনীতিক ইসরাইলের হাতে গাজায় বেসামরিক হতাহতের ঘটনা রোধের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, গাজায় ক্ষুধার্থ ফিলিস্তিনিদের জন্য সরবরাহ করা মানবিক সহায়তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কিন্তু তিন মাস ধরে চলমান এই যুদ্ধ থামাতে আরবদের যুদ্ধবিরতির দাবি প্রত্যাখ্যান করে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সমর্থন করা অব্যাহত রেখেছে।

ইসরাইল যতক্ষণ না মনে করে যে হামাসের ভবিষ্যতে হামলার হুমকি নির্মূল করা হয়েছে এবং গোষ্ঠীটি ভূমধ্যসাগরের পাশের সংকীর্ণ গাজা ভূখণ্ড আর নিয়ন্ত্রণ করবে না ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা মনে করে যুদ্ধবিরতি কেবলই হামাসকে ইসরাইলি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পুনরায় সংগঠিত হতে সক্ষম করবে।

আম্মানে অবস্থানকালে ব্লিংকেন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের একটি গুদামও পরিদর্শন করেছেন। ওই গুদাম থেকে গাজার জন্য ট্রাকে সহায়তা বোঝাই করা হয়।

ব্লিংকেনের সফর এমন এক সময়ে হয় যখন ইসরাইল-হামাস যুদ্ধকে গাজা ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য পশ্চিমা এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাতের ঝুঁকি বাড়ছে।

৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিরা ইসরাইলের সীমান্ত অতিক্রম করে দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ করে। ইসরাইল জানায়, এই হামলায় ১২০০ মানুষ নিহত হয়েছে এবং হামাস প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করেছে। এরপরই ইসরাইল হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য তাদের সামরিক অভিযান শুরু করে।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, ২২ হাজার ৪০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলের সামরিক অভিযানে নিহত হয়েছে। নিহতদের বড় একটি অংশ নারী ও শিশু।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সোমবার থেকে জলপাইগুড়িতে শুরু হল আয়ুষ মেলা

জলপাইগুড়ি ঃ আয়ুর্বেদ, যোগা, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথি অর্থাৎ আয়ুষ চিকিৎসা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই কার্যকরী। প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদানের ব্যবহার ও এই চিকিৎসাগুলোর মাধ্যমে অনেক জটিল রোগের উপশম সম্ভব। এই বার্তাকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সোমবার থেকে জলপাইগুড়িতে শুরু হল আয়ুষ মেলা।

এই উপলক্ষে জলপাইগুড়ি শহরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আযোজন করা হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক, স্বাস্থ্য কর্মি ও নার্স সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার। জলপাইগুড়ি সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে শুরু হয়েছে এই মেলা। জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, প্রাচীন আয়ুর্বেদ, যোগা, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথি অর্থাৎ আয়ুষ চিকিৎসা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই কার্যকরী। আয়ুষ হল এই বিকল্প চিকিৎসাগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ। এই চিকিৎসার উপাদানগুলো সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়। এজন্য মানবদেহের এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না। তাই সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির কোনও বিকল্প নেই বলে মনে করেন তিনি। এই নিয়ে সরকারিভাবে আয়োজিত তিনদিনের আয়ুষ মেলার মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়িতে সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে। জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের মধ্যে লিফলেট ছড়িয়ে দিয়ে আয়ুষ চিকিৎসার উপকারীতার বার্তা তুলে ধরা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের তুফানগঞ্জ মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

কোচবিহার ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের তুফানগঞ্জ মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো তুফানগঞ্জ আবাহন ভবনে। রবিবার আবহমান ভবনের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে তুফানগঞ্জ থানা মোড় রামহড়ি মোড় হয়ে শহর পরিক্রমা করার পর আবাহন ভবনের সম্মুখে মিছিলটি শেষ হয়। এরপরই সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের কোচবিহার জেলা সভাপতি উত্তম কুমার রায়, উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক কমলেশ বোস, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাপতি সুমিতা বর্মন সহ অন্যান্যরা।

ফের কি টিকিট পেতে চলেছেন ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায়?

জলপাইগুড়ি ঃজলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে ফের কি টিকিট পেতে চলেছেন ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায়? রাজ্য সভাপতির ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে জোর চর্চা বিজেপির অন্দরে। দলীয় কর্মসূচি পালন করতে শনিবার জলপাইগুড়িতে আসেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। এদিন তিনি জলপাইগুড়ি শহরে র‍্যালি করেন। এরপর তিনি প্রকাশ্য সমাবেশ করেন। সেই সভামঞ্চ থেকে তিনি জলপাইগুড়ির বর্তমান সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায় সম্ভন্দে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এরপর এদিন সন্ধায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক করবার পর রাতে কলকাতা ফেরার পথে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেইসময় আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম আপনি বর্তমান সাংসদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তাহলে এবারেও কি জয়ন্ত বাবু টিকিট পাচ্ছেন। উত্তরে তিনি অত্যন্ত অর্থবহ ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন। আর এতেই আরও জল্পনা শুরু হয়েছে গেরুয়া শিবিরে।

ফের ডুয়ার্সের হাতির হানা

আলিপুরদুয়ার ঃ ফের ডুয়ার্সের হাতির হানা। হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হল একটি পরিবার। আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেংকান্দি গ্রামে সোমবার ভোর রাতে একটি হাতির ব্যাপক তান্ডব চালায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূক্ষণ ওরাও এর বাড়িতে হানা দেয় ওই হাতিটি। ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে থাকা একটি বাইক ও একটি স্কুটি ক্ষতিগ্রস্ত করে পাশাপাশি ঘরে মজুত রাখা ধান সবার করে। এদিকে ভোর রাতে সবার অলক্ষ্যে আচমকাই হামলা চালায় ওই বুনো হাতিটি। প্রায় ঘন্টা খানেক তান্ডব চালিয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সে। এই ঘটনায় প্রচন্ড আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৫ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা

উত্তর দিনাজপুর ঃ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৫ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পুলিশ সূত্রে জানা যায় রায়গঞ্জ থেকে কিশান্‌গঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন একটি ছোট গাড়ি ও ট্রাক ট্রাকটিকে ওভারটেক করতে গিয়ে ছোট গাড়িটি দুর্ঘটনা ঘটে ছোট গাড়ির পাঁচজন জখম হয় স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা চলছে তাদের গোটা গঠনের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

জোর কদমে চলছে স্কাইওয়াকের কাজ

ময়নাগুড়ি ঃ ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরে নির্মিত হচ্ছে স্কাই ওয়াক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুদানের পাঁচ কোটি টাকায় নির্মিত হচ্ছে পূর্ন্যার্থীদের জন্য স্কাইওয়াক। আগামী দুই মাসের মধ্যেই সেই কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে বলে জানা গিয়েছে মন্দির সূত্রে। জল্পেশের সবচেয়ে বড় মেলা হল শ্রাবণী মেলা। এই মেলায় দূরদূরান্ত থেকে ভক্তের ঢল লক্ষ্য করা যায়। সেই কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুদানের টাকায় নির্মিত হচ্ছে স্কাইওয়াক। যার ফলে মন্দির চত্বরে অনেকটা ভিড় এড়ানো সম্ভব বলে জানা গিয়েছে।এই স্কাইওয়াকে দুটি মূল সিড়ি প্রবেশ এবং প্রস্থানের জন্য থাকবে এবং দুটি ছোট সিড়ি থাকবে। স্কাইওয়াকে থাকবে পানীয় জল এবং চায়ের ব্যবস্থাও। গোটা এলাকায় থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা, থাকবে এলইডি স্ক্রিন এবং জয়ান্ট স্ক্রিন। এই জয়ান্ট স্ক্রিন থাকবে দুটি উপরে একটি এবং নিচে একটি। মন্দির সূত্রে জানা যায়, এই স্কাই ওয়াক চালু হলে মন্দিরে ভিড় অনেকটা কমবে। কমপক্ষে পাঁচ, ছয় হাজার পূর্ন্যার্থী এক সঙ্গে স্কাইওয়াকে দাড়াতে পারবেন বলে জানা যায়। যে হিসাবে কাজ হচ্ছে তাতে আশা করা যায় যে শিব চতুর্দশীতেই চালু হবে এই স্কাইওয়াক ।

কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরের তত্ত্বাবধানে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনকে বিশ্বমানের স্টেশন

জলপাইগুড়িঃ কাজ ইতি মধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে।এই কাজের মান ও কাজের গতি ক্ষতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়ির সাংসদ স্টেশনের বাইরের কাজ ঘুরে দেখেন। তাঁর সঙ্গে ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার রেলের মুখ্য বাস্তকার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ীর বিধায়ীকা শিখা চ্যাটার্জিসহ অন্যান্য রেল আধিকারিকদের নিয়ে ঘুরে বেড়ান স্টেশন চত্বর। এরাইভাল ব্লিডিং ১,২ এর কাজ ক্ষতিয়ে দেখে ডাঃ জয়ন্ত রায় জানান আগামী ২৪৭২০২৪ এর মধ্যে এই বিল্ডিং এর সুচনা হবে বলে আশা করা যায়।এছাড়াও এই স্টেশনকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন রয়েছে।এই স্টেশনের কাজ সুসম্পন্ন মহার পর এলাকার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে জয়ন্তবাবু জানান।তিনি ঘুরে কাজের গতি ও অগ্রগতির সব তথ্য তিনি পাঠাবেন উপর মহলে ।

শিলিগুড়ির চম্পাসারি থেকে গুরুং বস্তি পর্যন্ত ফোর লেনের রাস্তা হবে, জানালেন মেয়র

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ি শহরে প্রথমবার শহরের ভেতরে তৈরি হতে চলেছে ফোর লেন রাস্তা। শিলিগুড়ির গুরুং বস্তি থেকে চম্পাসরি মোড় পর্যন্ত নিবেদিতা রোডকে ফোর লেন করা হবে। সোমবার দুপুরে ওই এলাকা পরিদর্শন করে এমনটাই বললেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান ওই এলাকায় ইতিমধ্যেই অবৈধভাবে বেশ কিছু বাড়ি,দোকান তৈরি হয়েছিল যা পুরুনিগমের পক্ষ থেকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আরো বেশ কিছু বাড়ি,দোকান উচ্ছেদ করা হবে এবং ফোর লেনের রাস্তা তৈরি করা হবে। মোট ৬০ ফুট চওড়া রাস্তা হবে সেখানে। এই রাস্তা তৈরির করার জন্য গুরুং বস্তির বাজারকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

কালজানি নদীতে ভেসে এল মৃতদেহ

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার শহড়ের ১৫ নং ওয়ার্ডে কালজানি নদীতে ভেসে এল মৃতদেহ এই ঘটনায় রবিবার দুপুরে ১৫ নং ওয়ার্ডে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এদিন এলাকার কয়েকজন নদীর মাঝে এক ব্যাক্তির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরকে ফোন করে। পরবর্তীতে কাউন্সিলর আলিপুরদুয়ার থানায় ফোন করে। মৃতদেহ নাম পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহ।পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

ভেঙে যায় সেই সমস্ত ড্রেন। আর পচা জলের গন্ধে মানুষের জীবন যাপন করছেন

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর এক নম্বর ব্লকের পাঞ্জিপারা কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে বাজার সংলগ্ন এলাকায় ড্রেন বানানো হয়। কিন্তু তারপর থেকেই বেহালভাবে ভেঙে যায় সেই সমস্ত ড্রেন। আর পচা জলের গন্ধে মানুষের জীবন যাপন করছেন। সাধারণ মানুষেরা তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে জানিয়ে হোক কোন সূরা হচ্ছে না গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দাবি করে বলছেন আমরা লজ্জিত গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন ফান্ড না থাকায় তা মেরামত করতে পারছি না আপনাদের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি যে দয়া করে খুব শিগগিরই দিনগুলি মেরামত করুন না হলে মানুষের সামনে আমরা মুখ দেখাতে পারছি না।

বদল হয়েছে উপাচার্যের, কিন্তু বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না বিশ্বভারতীর

বীরভূম ঃসিউড়ি বদল হয়েছে উপাচার্যের, কিন্তু বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না বিশ্বভারতীর । প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর ভাষাতেই অমর্ত্য সেনকে আক্রমণ বিশ্বভারতীর আইনজীবীর। সিউড়ি আদালতে বিশ্বভারতী ও অমর্ত্য সেনের জমি সংক্রান্ত বিবাদের পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বভারতীর আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস বলেন, পুরো মামলা জুড়েই মিথ্যাচার করেছেন অমর্ত্য সেন। ভারতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও অবদান নেই তাঁর। বিশ্বভারতীতে একদিন ক্লাসও নেননি তিনি। অথচ দেশের নাম যিনি বিশ্বের দরবারে নিয়ে গেলেন সেই কবিগুরুর জমিকেই হাতাতে চাইছেন অমর্ত্য সেন। উনি যদি মনে করেন গুরুদেবের জমি নেবেন তাহলে সেটা ওনার নির্লজ্জতা ও অসভ্যতার পরিচয়। অমর্ত্য সেনের নোবেল প্রাপ্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্বভারতীর আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস।

পারিবারিক জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বোমা বাজি, জখম তিন

চোপড়া ঃ পারিবারিক জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বোমা বাজি, জখম তিন। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার রাহাদিগছ এলাকায়। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শেখ মজিবুর রহমান ও তার ভাই হামিদুল রহমানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। রবিবার এই দুই পরিবার কে নিয়ে একটি শালিসিসভা হয়। এরপর পুলিশ এসে দুই পরিবারের সমস্যা মিটমাট ও করে দেয় বলে দাবি স্হানীয়দের। শালিসিসভা শেষে হঠাৎ দুই পরিবারের মধ্যে গন্ডগোলের জেরে বোমাবাজি ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বোমা উদ্ধার করে চোপড়া থানার পুলিশ। তবে কারা এই বোমাবাজি করল তা এখনও পরিস্কার নেই। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুরনো পেনশন স্কিমের দাবিতে রিলে অনশনে রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন

কলকাতা ঃ নতুন পেনশন স্কিম বাতিল করে পুরনো পেনশন স্কিমের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আন্দোলনের সরব হল রেলওয়ে মজুর ইউনিয়ন। সমগ্র দেশব্যাপী বিগত কয়েক বছর ধরেই তারা এই দাবিতে আন্দোলন করে চলছে। আবারও সেই নতুন পেনশন স্কিম বাতিল করে পুরনো পেনশন স্কিম চালু করা দাবিতে আন্দোলনে সরব হল রেলওয়ে মজুর ইউনিয়ন ৮ই জানুয়ারি থেকে ১১ ই জানুয়ারি এই চারদিন দেশব্যাপী দেশের সমস্ত রেল দপ্তরের সামনে রিলে অনশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এনজেপি এডিআরএম অফিসের সামনে রিলে অনশনে বসেন রেলওয়ে মজদূর ইউনিয়নের জংশন ও এনজেপি শাখার মহিলা সংগঠন। সংগঠনের সম্পাদিকা তুলতুল ঘোষ জানান,,তাদের সংগঠন লাগাতার এই দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।যতদিন না তাদের দাবি কেন্দ্র সরকার সহানুভূতির সঙ্গে না দেখছে ততদিন তাদের সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

আলিপুরদুয়ার নতুন পেনশন যোজনা বাতিল করে নতুন পেনশন যোজনা

আলিপুরদুয়ার ঃকেন্দ্রীয় সরকারের নতুন পেনশন যোজনা বাতিল করে পুরনো পেনশন যোজন ফিরিয়ে আনার দাবিতে তিনদিনের অনশন কর্মসূচি রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ।সংগঠনের সদস্যরা জানান ১ লা জানুয়ারি ২০০৪ সালে যে নতুন পেনশন স্কিম লাঘু হয়েছিল সেই পেনশন স্কিমের আমরা বিরোধিতা করে আসছি শুরু থেকেই । সেই পেনশন স্কিম বাতিলের দাবিতে তিনদিন ব্যাপী রিলে অনশন আজ থেকে শুরু হল । পুরো দেশ ব্যাপী আজ থেকে এই রিলে অনশন শুরু হল।

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর সেফারেট স্টেটের প্রধান প্রতিনিধি বিমল গুরুং, তা নিয়ে এখন মালদার রাজনৈতিক মহলে চরম গুঞ্জন শুরু হয়েছে

মালদা ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে পাহাড় ছেড়ে বারবার সমতল কেন্দ্র ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা মালদায় কেন আসছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর সেফারেট স্টেটের প্রধান প্রতিনিধি বিমল গুরুং, তা নিয়ে এখন মালদার রাজনৈতিক মহলে চরম গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে মালদায় পরপর দুইবার বিমল গুরুংয়ের সভা এবং দুটি পৃথক আঞ্চলিক সংগঠনের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বৈঠকের বিষয়টি নিয়ে নজরদারি শুরু করেছে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তারা। মালদা জেলার ১৫টি ব্লকের হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি কোথাও আদিবাসী, রাজবংশী , মতুয়া সম্প্রদায় অধ্যুষিত কোথাও সংখ্যালঘুষিত, আবার কোথাও বিহারী মারোওয়ারী সম্প্রদায়ের মানুষদের বসবাস। কিন্তু গত ১৫ দিনের ব্যবধানে মালদার কালিয়াচক ২ ব্লকের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পঞ্চানন্দপুরে সভা ও বৈঠক করেছেন বিমল গুরুং। এছাড়াও আদিবাসী অধ্যুষিত মালদার গাজোল ব্লকেও একটি সংগঠনের নেতৃত্বে জনসভা এবং বৈঠক করেন বিমল গুরুং। চলতি মাসে আরো একবার বিমল গুরুংয়ের মালদায় সফরে আসার কথা রয়েছে। আর এনিয়েই জেলার রাজনীতি মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। রবিবার কামতাপুর পিপলস্ পার্টি ইউনাইটেডের নেতৃত্বে গাজোল ব্লকের ফুটবল ময়দানে একটি জনসভা আযোজন করা হয়। এই গাজোল ব্লকে আদিবাসী, মতুয়া এবং রাজবংশী অধ্যুষিত । আর সেখানেই সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর সেফারেট স্টেটের প্রধান জনপ্রতিনিধি বিমল গুরুং । এছাড়াও ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী কালিয়াচক ২ ব্লকের পঞ্চানন্দপুরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় আচমকায় বিমল গুরুং একটি সংগঠনের ডাকে এসে জনসভা করে। আর তাতেই বিমল গুরুংয়ের কার্যক্রম নিয়েই খবরা খবর রাখতে শুরু করেছে গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তারা। এদিকে মালদায় এসে বিমল গুরুং সাফ জানিয়েছেন, এতদিন তো তিনি পাহাড়ে থেকে সেখানকার মানুষদের সমর্থন নিয়ে আন্দোলন চালিয়েছিলেন । কিন্তু এবারে আলাদা রাজ্যের দাবিতে সমতলে ছোট বড় সমস্ত আঞ্চলিক সংগঠনগুলোকে একত্রিত করে এই আন্দোলনে সামিল হবেন। যার মধ্যে আদিবাসী, রাজবংশী, বিহারী , বাঙালি , সংখ্যালঘু সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা থাকবেন। আটটি দল মিলে গড়ে তোলা হয়েছে ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর সেপারেট স্টেট। এই সংগঠন রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে।কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে আমরা সুনির্দিষ্ট দাবি পেশ করেছি। কিন্তু আলোচনার জন্য আমরা এখনো কোন ডাক পাই নি। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব। আমাদের দাবি না মানা হলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে আটটি দল একসাথে লড়বো। এদিকে প্রশ্ন উঠেছে , শুধুই কি পৃথক রাজ্যের দাবি না সমতলে অন্য কোন শক্তি মজবুত করতেই বিমল গুরুংয়ের এই বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মালদা জেলায় সফর। কামতাপুর পিপলস পার্টির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মন জানিয়েছেন বরাবরই পৃথক রাজ্যের দাবিতে সরব হয়েছি। বর্তমানে কেন্দ্র সরকার কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না । লোকসভা নির্বাচনের আগে বিমল গুরুং সমর্থনে আমরা পৃথক রাজ্যের দাবি তুলেছি । এই দাবি পূরণ না হলে কেন্দ্র সরকার বিরুদ্ধে কঠিন আন্দোলন শুরু হবে। এদিকে গাজোল ব্লকের তৃণমূল নেতা তথা ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার জানিয়েছেন , রাজনীতিতে বিমল গুরুংয়ের আর কোন মূল্য নেই । পাহাড়ের মানুষ তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিমল গুরুংকে যা দিয়েছেন, তা গোটা রাজ্যের মানুষ দেখেছে। পাহাড়ে এখন সর্বত্রই উন্নয়ন। সেখানকার মানুষেরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে চাইছেন । ফলে বিমল গুরুং পাহাড়ে জায়গা না পেয়ে এখন সমতলে এসে নিজের রাজনীতির প্রভাব খাটাতে চাইছে।

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান কেন্দ্রীয় নারী, শিশুকল্যাণ ও আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী মহেন্দ্র মুঞ্জপারা

শিলিগুড়ি ঃ আয়ুষ্মাণ ভারত যোজনার সুবিধা নিক বাংলার মানুষ। আমি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করব সেই যোজনার সুবিধা যাতে বাংলার মানুষকে দেওয়া হয়। সোমবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান কেন্দ্রীয় নারী, শিশুকল্যাণ ও আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী মহেন্দ্র মুঞ্জপারা। এদিন দিল্লি থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি। সেখান থেকে সড়ক পথে দলীয় কার্যালয়ে যান। সেখানে কেন্দ্র সরকারের বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও মোদি গ্যারান্টি ট্যাবলোর সূচনা করেন তিনি। এদিন তিনি ছাড়াও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় সহ অন্যান্যরা।

ইয়ুথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের

কলকাতা ঃ গত ২রা জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড উৎসব উন্মেলন ২০২৪।সেই ওয়ার্ড উৎসবের অঙ্গ হিসেবে রবিবার ইয়ুথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের।সেই শিবিরেই সকাল থেকে দেখা মিললো শহরের নামিদামি চিকিৎসকদের। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা শহরের মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান,, মানুষ যাতে স্বাস্থ্য শিবিরের মধ্য দিয়ে সুচিকিৎসা পায় সেই জন্যই চিকিৎসকদের একসাথে এক। ছাতার তলায় নিয়ে আসার প্রয়াস করা হয়েছে।আগত রোগীরা প্রযোজনে ফের এই সমস্ত চিকিৎসকদের ফলোআপ চিকিৎসার সুযোগ পাবে বলেও জানান তিনি। এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে বিনামুল্য ঔষধ বিতরন করা হয় আগত রোগীদের মধ্য।

চম্পাসারি একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে দেহ ব্যবসার কারবারের পর্দা ফাঁস

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির চম্পাসারি একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে দেহ ব্যবসার কারবারের পর্দা ফাঁস করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধাননগর থানার পুলিশ।ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ৮ জনকে।চম্পাসারির ওই হোটেলে দেহ ব্যবসার কারবারের খবর পেয়েই শনিবার রাতে অভিযান চালানো হয়।ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ৮ জনকে।এছাড়াও ৪ যুবতীতে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়

চাঁচলের নাম করা সোনার দোকানের ডাকাতির ঘটনায় বড় সাফল্য জেলা পুলিশের

চাঁচল ঃ চাঁচলের নাম করা সোনার দোকানের ডাকাতির ঘটনায় বড় সাফল্য জেলা পুলিশের। ডাকাতিতে জড়িত পাঁচজনের অন্যতম একজনকে গ্রেপ্তার করল মালদা জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ঝারখন্ড পুলিশের সহযোগিতায় সাহেবগঞ্জ জেলার জিরুয়াবাড়ি থানা এলাকা থেকে এই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়।ধৃতের নাম দীপক কুমার দাস (২২)।প্রাথমিক জেরায় ধৃত যুবক ডাকাতিতে জড়িত থাকার ঘটনা স্বীকার করে নিয়েছেন।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন দুষ্কৃতি মূলক কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতো এই যুবক। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

#HOCKEYINVITES
ENROUTETOPARIS

FIH HOCKEY OLYMPIC QUALIFIERS 2024
RANCHI

FREE ENTRY

FIH HOCKEY OLYMPIC QUALIFIERS RANCHI 2024
MARANG GOMKE JAIPAL SINGH ASTROTURF HOCKEY STADIUM, RANCHI

INDIA | CHILE | CZECH REPUBLIC | GERMANY
ITALY | JAPAN | NEW ZEALAND | UNITED STATES

13-19 JANUARY 2024

JHARKHAND...
After Conquering Asia
Now Ready to
Embrace the World

HEMANT SOREN
Chief Minister, Jharkhand

INDIA

WATCH LIVE ON
sports 18
JioCinema

GLOBAL PARTNERS
NATIONAL PARTNERS
GLOBAL SUPPLIER
NATIONAL SUPPLIERS

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT, JHARKHAND

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্রচীনের বিচ্ছেদের জন্য কি ট্রাম্প দায়ী

গেল বছরের শেষ ভাগে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৈঠক করেছিলেন। তাঁদের বৈঠককে কেউ কেউ তখন চীনযুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় গাঁটছড়া বাঁধার অন্যতম ধাপ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু সিবাইডেনের বৈঠককে বড়জোর দুই দেশের ছোটখাটো মানভঞ্জনের সূচনা বলা যেতে পারে। কারণ, এই বৈঠক দুই দেশের বিদেশনীতিতে বড় কোনো পরিবর্তন আনেনি। ১৯৭২ সালে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা হয়েছিল রিচার্ড নিক্সনের হাত ধরে। বিল ক্লিনটন সেই সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়েছিলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যগুলো বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সমালোচকেরা তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের চীননীতিকে অদূরদর্শী বলে বর্ণনা করে এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছিল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ছোঁয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের কনফুসিয়াস ভাবধারার সমাজ যেভাবে রক্ষণশীল পথ থেকে উদার পথে উঠে এসেছে, একইভাবে চীনের কনফুসিয়াস ভাবধারার সমাজও উদার হয়ে উঠবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সি চিন পিং চীনকে আগের চেয়ে

আরও রক্ষণশীল ও কর্তৃত্ববাদী করে তুললেন। তবে আমেরিকার বিদেশনীতি সব সময়ই বাস্তবসম্মত মাত্রা ধরে রেখেছে। সোভিয়েত হুমকি সামাল দিতে প্রেসিডেন্ট নিক্সন চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। আর শীতলযুদ্ধপরবর্তী যুগে যুক্তরাষ্ট্র-জাপান প্রতিরক্ষা চুক্তি যাতে অটুট থাকে, তা নিশ্চিতকরণে ক্লিনটন চীনের সঙ্গে সেই সম্পর্ককে দৃঢ় করেছিলেন। যাঁরা ক্লিনটনকে অদূরদর্শী বলে থাকেন, তাঁরা সাধারণত এই বিষয়টি এড়িয়ে যান যে ক্লিনটনের চীননীতির কারণেই যুক্তরাষ্ট্রজাপান জোট আজও এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্যের একটি শক্তিশালী ও মৌলিক উপাদান হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এ কথা ঠিক, চীনের উদ্দেশ্য ও সক্ষমতার বিচারে ক্লিনটনের খানিকটা ঘাটতি ছিল। যেমন চীনের ইন্টারনেট ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার বিষয়টি তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপের ক্ষেত্রে চীনের 'গ্রেট ফায়ারওয়াল'খ্যাত নজরদারি ব্যবস্থা বেশ ভালো কাজ করেছে। এখন সবাই এ বিষয়ে একমত যে চীনের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সদস্যপদ লাভের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূমিকা ছিল এবং সেই বিবেচনায় ডব্লিউটিওর নিয়মকানুন না মানায় চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের আরও বেশি শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। তবে এটিও ঠিক, চীনের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেশটিতে গণতন্ত্র না আনলেও কিছুটা উদারতা এনেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ যুক্তি দিয়েছেন, চীনা নাগরিকেরা চীনের ইতিহাসের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন বেশি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপভোগ করছে। বাইডেন প্রশাসনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান এবং হোয়াইট হাউসের এশিয়াবিষয়ক সমন্বয়ক কার্ট ক্যাম্পবেল সরকারি দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগে বলেছিলেন, চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক গড়ে উঠলে সেটি চীনের রাজনীতি, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনবে বলে যে ধারণা করা হয়েছিল, সেই ধারণায় গলদ ছিল। তাঁদের এ কথাও ঠিক, চীনে মৌলিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে জোর খাটানোয় যুক্তরাষ্ট্র অক্ষম। কিন্তু তার মানে এই নয়, চীনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ এবং ইরান ও উত্তর কোরিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইস্যুতে চীনা পররাষ্ট্রনীতিতে উল্লেখযোগ্য সংশোধন আনা হয়েছে। এ ছাড়া পর্যবেক্ষকেরা আরও কতকগুলো ভালো দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন চীন এখন ভ্রমণকারীদের আগের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা দিয়ে থাকে দেশটি বৈদেশিক যোগাযোগ বাড়িয়েছে মতপ্রকাশের পরিসর আগের চেয়ে বিস্তৃত করেছে এবং মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থাকে কাজ করতে অনুমতি দিচ্ছে। আমি যখন ক্লিনটন প্রশাসনের অধীনে কাজ করছিলাম, তখন কংগ্রেসকে বলেছিলাম, 'যদি আমরা চীনকে শত্রুজ্ঞান করি তাহলে ভবিষ্যতে চীনকে আমরা যে শত্রু হিসেবে পাব, তার নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু আমরা যদি চীনকে বন্ধু হিসেবে ভাবি, তাহলে তাকে বন্ধু হিসেবে পাব, তার নিশ্চয়তা দিতে পারি না।

কাসেম সোলাইমানির 'ডান হাত' হত্যার কি প্রতিশোধ নেবে ইরান?

ইন্টারনেটে সাইদ রাজি মৌসাভির উপস্থিতি ছিল না। ইরানের সেনাবাহিনী ও মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও তাঁকে পাওয়া যেত না।

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ৩০ বছর ধরে মৌসাভির উপস্থিতির ঘটনা কোনো লুকোছাপার বিষয় ছিল না।

ইরানের কুদস ফোর্সের জেনারেল কাসেম সোলাইমানির 'ডান হাত' বলে পরিচিত ছিলেন মৌসাভি।

স্কট লুকাস
প্রাবন্ধিক

ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডসের শাখা কুদস ফোর্স ইরানের বাইরে অভিযানের জন্য পরিচিত।

সিরিয়ায় আসাদ সরকারের সঙ্গে সখ্য ছিল মৌসাভির। ২০২১ সালের পর লেবাননে হিজবুল্লাহের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী ছিল। সিরিয়াতে তিনি জ্যেষ্ঠ কমান্ডার ছিলেন।

এবারের বড়দিনে ইসরায়েলের হামলায় মৌসাভি সংবাদের শিরোনাম হন। ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান থেকে দক্ষিণ দামেস্কের সায়েদ জয়নব এলাকায় অবস্থিত ইরানের মূল সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়। এই হামলায় কমান্ডার মৌসাভি নিহত হন।

মৌসাভির উপস্থিতি নীরব হলেও হামাসের সালেহ আলআরৌরি সব সময় আলোচনার পাদপ্রদীপে ছিলেন।

হামাসের সামরিক শাখার প্রতিষ্ঠাতা ও পশ্চিম তীরে হামাসের অভিযানের তদারককারী ছিলেন তিনি। হামাসের উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন আলআরৌরি।

ইসরায়েলের রাজনৈতিক চাপের কারণে আলআরৌরি কাতার থেকে তুরস্ক, তুরস্ক থেকে লেবাননে অবস্থান করছিলেন। ইরানি কর্মকর্তা ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে সখ্যর কারণে আলআরৌরি কখনো দৃশ্যপট থেকে হাওয়া হয়ে যাননি।

ইসরায়েলে ঢুকে ৭ অক্টোবর হামাস যে হামলা চালিয়েছিল, তার পরিকল্পনাকারী বলা হয় আলআরৌরিকে। পণবন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগার থেকে ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের মুক্তির ক্ষেত্রেও (সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি) আলআরৌরির ভূমিকার কথা আলোচিত হয়।

২ জানুয়ারি বৈরুতের উপকণ্ঠে দাহিয়া অঞ্চলে হিজবুল্লাহর ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালায় ইসরায়েল। আলআরৌরিসহ হামাসের আরও আরও দুজন জ্যেষ্ঠ কমান্ডার সেই হামলায় নিহত হন।

এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের দায় খুব কম ক্ষেত্রেই স্বীকার করে ইসরায়েল। ২০০৪ সালে হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা আহমেদ ইয়াসিনসহ আরও অনেকের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ইসরায়েলের সংশ্লিষ্টতার কথা শোনা যায়।

ইরান ও হিজবুল্লাহ এবং আসাদ সরকারের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে বারবার করে হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল।

কিন্তু এবারে ইসরায়েল তাদের সামরিক অভিযানকে কেন্দ্র করে মৌসাভি ও আলআরৌরির ওপর হামলা চালিয়েছে। এর মাধ্যমে হামাস, ইরান ও হিজবুল্লাহর দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ইসরায়েল বলছে, তারা যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় গিয়ে হামলা করতে পারে। তোমরা এর জবাবে কী করবে করো দেখি?'

ইসরায়েলের এই সরাসরি চ্যালেঞ্জের বিপরীতে এখন পর্যন্ত ইরান ও হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে জবাবটা খুব 'কড়া নয়'। ইসরায়েলের সঙ্গে তারা সরাসরি কোনো সংঘাতে জড়াতে চাইছে না।

মৌসাভির শেষকৃত্যে রেভল্যুশনারি গার্ডস কমান্ডার মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি ঘোষণা করেন, 'জায়নবাদী শাসনের অবসানই হবে শহীদ সায়েদ রাজি হত্যার প্রতিশোধ।' এ বক্তব্যের পরপরই তিনি বলেন, 'এটা অর্জিত হবে মহান ও সম্মানিত ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের মধ্য দিয়ে।'

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি নির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপের কথা উল্লেখ না করেই বলেছেন, এই অপরাধের অবশ্যই জবাব দেওয়া হবে। জায়নবাদী অপরাধীদের অবশ্যই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হবে।

জেনারেল সোলাইমানির বিকল্প পেল ইরান হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ কণ্ঠেও একই প্রতিধ্বনি শোনো গেল। তিনি বলেছেন, হামাস নেতা আলআরৌরি হত্যার মতো গুরুতর অপরাধের শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।

ইরানের শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে হিজবুল্লাহ কমান্ডার সবার মনোভাব হলো, ইরানের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ শুধু ঝুঁকি নয়, সেটা হবে সম্ভাব্য আত্মঘাতী অভিযান।

৭ অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলি সেনা ও হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের মধ্যে অসংখ্যবার পাল্টাপাল্টি ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ও রকেট হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ পর্যন্ত ১৩৭ জন হিজবুল্লাহ যোদ্ধা ও কয়েকজন ইসরায়েলি সেনা এসব হামলায় নিহত হয়েছেন।

এ ধরনের সংঘর্ষে শুধু সামরিক ক্ষেত্রে প্রভাব ছড়াবে তা নয়, লেবাননের অর্থনীতির ওপরও বড় ধাক্কা দেবে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, লেবানন সবচেয়ে বাজে অর্থনৈতিক সংকটের মুখে রয়েছে। দেশটির ৮০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।

ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে প্রায় অকেজো হয়ে পড়া লেবানন সরকারব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে এবং নৈরাজ্যে ডুবে যেতে পারে।

ধর্মতন্ত্র, সামরিকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ইরান সরকারে বর্তমানে স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে চলা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিষেধাজ্ঞা এবং রেভল্যুশনারি গার্ডের মাত্রাতিরিক্ত স্বার্থের কারণে যে অব্যবস্থাপনা, তার ফলে ইরানের অর্থনীতি এখন পর্যন্ত ভঙ্গুর।

২০২২ সালে নারী স্বাধীনতার জন্য ইরানজুড়ে যে বিক্ষোভ সংঘটিত হয়, তা থেকে এই ইঙ্গিত মেলে যে বর্তমান সরকারের ওপর ইরানের লোকদের অসন্তোষ রয়েছে। যদিও সেই আংদোলন নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে সম্প্রতি আমওয়াজ ডট মিডিয়ার করা এক প্রশ্নের জবাবে ইরানের জ্যেষ্ঠ একজন কর্মকর্তা বলেছেন, 'এটা কঠিন একটি সিদ্ধান্ত। তুমি যদি প্রতিশোধ নিতে যাও, তাহলেও নারকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। প্রতিশোধ না নিলেও নারকীয় পরিস্থিতি তৈরি হবে।'

এসব সীমাবদ্ধতার কারণে হামাস ও গাজার মানুষদের ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে মরতে ছেড়ে দেওয়াটাই ইরান ও হিজবুল্লাহর জন্য বেশি বাস্তবসম্মত সমাধান মনে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইরান মূলত গাজায় ইসরায়েলি হামলার যে মানবিক বিপর্যয়, সেই চিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে প্রচারপ্রচারণার মাধ্যমে বিজয়ী হওয়া যায়, সেই পথই বেছে নিয়েছে।

এই ফাঁকে ইরান একধরনের অপ্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু করেছে। ইরানের দিক থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন পাওয়া হুতি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে বেসামরিক জাহাজে হামলা চালাচ্ছে।

লোহিত সাগরে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে। আমেরিকান সেনারা হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে হুতিদের তিনটি নৌকা ডুবিয়েও দিয়েছে। এরপরও হুতি বিদ্রোহীদের হামলার কারণে লোহিত সাগর দিয়ে সুয়েজ খাল রুটে অনেক জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। এ কারণে এক সপ্তাহের ব্যবধানে জাহাজে পরিবহন খরচ দ্বিগুণ হয়েছে।

সাত অক্টোবরের পর ইরানসমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ইরাক ও সিরিয়ায় আমেরিকান সেনাদের ঘাঁটিগুলোতে শতাধিক রকেট ও ড্রোন হামলা করেছে।

এর জবাবে যুক্তরাষ্ট্র ইরানসমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ওপর ভয়াবহ হামলা করেছে। গত সপ্তাহে বাগদাদে হামলা চালিয়ে সশস্ত্র গোষ্ঠী আলনুজাবার নেতাকে হত্যা করেন যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা।

এ প্রেক্ষাপটে ইরান সরকার অন্য কোনো দেশের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে অস্বস্তি বোধ করবে। ইসরালেরের সঙ্গে সীমান্তে হিজবুল্লাহ মাঝেমধ্যে ছোটখাটো সংঘাত অব্যাহত রাখবে। কিন্তু বড় কোনো সংঘাতে জড়াবে না।

কিন্তু এ ধরনের সংঘাতে চেইন রিঅ্যাকশন হওয়ার শঙ্কা থেকে যায়। সে ক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক সময় নতুন যুদ্ধক্ষেত্র চালু হয়ে যেতে পারে।

সাময়িকী

জেলেনস্কির যুদ্ধ এখন শুধুই ইউক্রেনের গরিবদের যুদ্ধ

স্টেফান ওলফ
প্রাবন্ধিক

২০২৩ সালে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর কিয়েভ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার খুব সহজ বিকল্প নেই। এই যখন পরিস্থিতি, তখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সেনাবাহিনীর জন্য পাঁচ লাখ সেনা নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন। আগামী কয়েক মাসে এই সেনা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে। জেলেনস্কির এই সিদ্ধান্তের পেছনে সংকল্প ও হতাশাদুইই আছে। এই সিদ্ধান্ত ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আরও বিভক্তির সৃষ্টি করবে। একই সঙ্গে এটি জেলেনস্কিকে তাঁর নিজের কৌশল পুনর্বিবেচনা করার জন্য সময় দেবে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার সর্বাত্মক আগ্রাসন যখন শুরু হয়েছিল, সে সময় ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর লোকবল ছিল ১০ লাখ। এ দুই বছরে যুদ্ধক্ষেত্রে যে লোকবল ক্ষয় হয়েছে, তা পূরণের জন্য নিয়মিত নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর জনবল কেন একবারে ৫০ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এর কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ আছে। প্রথমত, গত এক বছরে যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি, এই নিয়োগ তার ইঙ্গিত। রুশ বাহিনীর বিরতিহীন হামলায় ইউক্রেনীয় ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা সহায়তা কতটা স্থিতিশীল থাকবে, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছেই। কিয়েভ এখন এই হিসাব কষতে পারে যে পশ্চিমাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ যদি কমে যায়, সেই ক্ষতি তারা পুষিয়ে নেবে যুদ্ধক্ষেত্রে লোকবল বাড়িয়ে। তৃতীয়ত, রাশিয়া সম্প্রতি ১ লাখ ৭০ হাজার নতুন সেনা নিয়োগ দিয়েছে। এখন রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীতে জনবলসংখ্যা ১৩ লাখের মতো। সে কারণে অন্তত সেনাসংখ্যার দিক থেকে মস্কোর সঙ্গে কিয়েভের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বজায় থাকুক, সেই উদ্দেশ্য থেকেই এই নিয়োগ। এই তিন কারণের সঙ্গে চতুর্থ আরেকটি কারণ থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। ২০২৪ সালে রাশিয়ার দিক থেকে নতুন আক্রমণ আসার আশঙ্কা আছে। রুশ বাহিনীকে প্রতিরোধের চিন্তা থেকেই এই ঘোষণা আসতে পারে।

সামাজিক ন্যায্যতা, দুর্নীতি ও সামাজিক চুক্তির ক্ষেত্র ইউক্রেনীয় সমাজের অভিজাত ও গরিবদের মধ্যে বৈষম্যটা প্রকট হচ্ছে। ইউক্রেনের অভিজাতদের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে আস্থা এরই মধ্যে কমে এসেছে। ভবিষ্যতে আরও কমবে। ফলে যত দিন গড়াচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধ ততই দেশটির 'গরিব মানুষের যুদ্ধ' বলে পরিগণিত হচ্ছে।

রাশিয়ার চূড়ান্ত যুদ্ধলক্ষ্য যাই হোক না কেন, এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, ইউক্রেনের লুহানস্ক, দোনেৎস্ক, খেরসন ও জাপোরিঝঝিয়াএই চার অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাই হবে তাদের দিক থেকে বাস্তবসম্মত অবস্থান।

একটা বিষয় হলো, মস্কো যে সামরিক সক্ষমতা বাড়িয়েছে, তার প্রয়োগ হতে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে। আগামী মার্চ মাসে রাশিয়াতে সাধারণ নির্বাচন। মে মাসে আরেক দফা প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুতিনের অভিষেক। এ প্রেক্ষাপটেই রাশিয়ার দিক থেকে বড় আকারের আক্রমণ শুরুর আগে ইউক্রেনকে তাদের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ নিতে হবে। ইউক্রেনের নেতৃত্ব এখন তাঁদের কৌশলনীতি নিয়ে কম চিন্তিত। তাঁদের সব প্রচেষ্টা সেনা নিয়োগের ওপর কেন্দ্রীভূত। ২০২৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর ইউক্রেনের পার্লামেন্টে দুটি সম্পূরক বিল উত্থাপন করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত মেলে যে জেলেনস্কি ও সরকারে তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা সেনা নিয়োগের বিষয়টি কতটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। সেনা নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউক্রেন যে নীতি নিয়েছে, সেটা যদি তারা প্রয়োগ করে, তাহলে এরই মধ্যে সমস্যায় জর্জরিত ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে নতুন করে চাপ তৈরি হবে। ইউক্রেনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে সশস্ত্র বাহিনীতে এত বিপুলসংখ্যক নিয়োগ স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব ব্যাপার। সে কারণেই সরকার নিয়োগের জন্য জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে।

গুজরাট সরকারের সিদ্ধান্তে সুপ্রিম কোর্টের অসন্তোষ স্বাভাবিক

অভিজিৎ রায়

বিলকিস বানো মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত গুজরাট সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণের উপর কঠোর আক্রমণ। দুই সপ্তাহের মধ্যে আসামিদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এর সাথে, গুজরাট সরকারকে আদালতকে বিভ্রান্ত করা এবং তার অধিকার হরণ করার জন্য কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। গত বছরের ১৫ই আগস্ট, গুজরাট সরকার বিলকিস বানোকে গণধর্ষণকারী এগারোজন দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ক্ষমা করে। স্বাভাবিক ভাবে এই নিয়ে সারা দেশে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যায়। সেই সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়। তারপরে আদালত রাজ্য সরকারকে তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বললে রাজ্য সরকার তাদের সেই সিদ্ধান্তকে ন্যায্যতা দেয়।কেন্দ্রীয় সরকারও এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

বিলকিস বানো কেসের আপিলের শুনানির সময়, সুপ্রিম কোর্ট দেখে যে গুজরাট সরকারের দোষীদের ক্ষমা করার অধিকার নেই। যেহেতু এই মামলার পুরো শুনানি মহারাষ্ট্রে হয়েছিল, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারও সেই রাজ্য সরকারের রয়েছে। কিন্তু গুজরাট সরকার আদালতের সামনে ভুল তথ্য উপস্থাপন করে সেই অধিকার হরণ করেছে। যাই হোক না কেন, গুজরাট সরকারের অবস্থান প্রথম থেকেই পক্ষপাতদুষ্ট বলেই দেখা গেছে। এমনকি যখন আসামিরা কারাগারে ছিলেন, তখন তাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য প্যারোলে বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয়ে। এটা সত্য যে রাজ্য সরকারগুলির কিছু ক্ষেত্রে অপরাধীদের শাস্তি ক্ষমা করার অধিকার রয়েছে, তবে এটি তাদের বিবেককেও পরীক্ষা করে যে তারা তাদের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করছে সেই বিষয়টির প্রকৃতি সম্পর্কে।

বিলকিসের মামলাটি কোনো সাধারণ অপরাধ ছিল না। গুজরাট দাঙ্গার সময় ১১ জন তাকে ধর্ষণ করেছিল। ওই সময় তার গর্ভে পাঁচ মাসের একটি শিশু ছিল। এরপর তার তিন বছরের মেয়েসহ তার পরিবারের সাত সদস্যকে তার সামনে খুন করা হয়। সেই ঘটনাটি বিলকিসের মনে কী প্রভাব ফেলেছিল তা বোঝা কঠিন নয়। কী যন্ত্রণা, আতঙ্ক আর ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে সে হয়তো নিজেকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। এমন বর্বরোচিত ঘটনার দোষীদের শাস্তি ক্ষমা করার কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিচক্ষণ আচরণ প্রত্যাশিত ছিল। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে যে অধিকার শুধু অপরাধীদের নয়, শিকারেরও। রাজ্য সরকার কেন দোষীদের কথিত যন্ত্রণা বুঝলেও বিলকিসের ব্যথা অনুভব করেনি তা বোঝা মুশকিল।

গুজরাট সরকারের এই সিদ্ধান্তের নানা দিক থেকে সমালোচনা হয়েছে। এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও দেখা গেছে, যা অপরাধীরা ছাড়া পেলেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। অপরাধীদেরকে মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছিল, যেন তারা কোনো জঘন্য অপরাধের জন্য দোষী নয় বরং কিছু বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছে। এভাবে সাজা মওকুফ করে তাকে শুধু নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টাই করা হয়নি, সমাজে তাকে মহিমান্বিত করারও চেষ্টা করা হয়েছে।

যারা এ ধরনের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং সামাজিক বিদ্বেষ ছড়ায় তাদের ক্ষমা ও স্বাগত জানানো কোনো সভ্য সমাজের লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। এতে সমাজে ভুল বার্তা যায়। এই ধরনের অপরাধ প্রবণতাযুক্ত লোকেরা প্ররোচিত হয়। গুজরাট সরকারের সিদ্ধান্তে সুপ্রিম কোর্টের অসন্তোষ স্বাভাবিক। সর্বোপরি, এমন পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সরকার কীভাবে নারীর কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে?

জানা অজানা

মাতাজী আশ্রম দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত

পোটকা : বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্ম জয়ন্তীর পূর্ব সন্ধ্যায় বিগত ৭ ই জানুয়ারী তে মাতাজী আশ্রমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো যেখানে মোট ২০ টি স্কুল ও কলেজের ছেলে মেয়েরা ভাগ নিলো।প্রতিযোগিতাতে পরিক্ষক হিসাবে ছিলেন শঙ্কর চন্দ্র গোপ,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,বীথিকা মণ্ডল,বিশ্বামিত্র খন্দায়েত,কমল কান্তি ঘোষ,সুদীপ মুখার্জি,সুধাংশু মিশ্র,সুনীল কুমার দে প্রমুখ।প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নলিখিত,

১.কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা,, এক থেকে পাঁচ বর্গের জন্য,
প্রথম, অরিত্র মণ্ডল দ্বিতীয়, দীপ সাহু তৃতীয়, হিতেশ মণ্ডল
চতুর্থ, ঈশানি মহাকুড় ও সুপ্রিয়া মণ্ডল পঞ্চম, মাণদীপ মণ্ডল

২.বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, এক থেকে পাঁচ বর্গের জন্য,
প্রথম, জয়জিৎ মণ্ডল দ্বিতীয়, রুচিতা কুমারী মহুরি তৃতীয়, ঈশা মণ্ডল ও নুপুর গোপ চতুর্থ, ভব্যা মহেশ্বরী ও প্রিয়াংশ্রী মহেশ্বরী।

৩.বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ছয় থেকে আঠ বর্গের জন্য,
প্রথম জয়দীপ মণ্ডল দ্বিতীয়, শ্রবন সরদার তৃতীয়, শিলা মাহাতো

৪.রচনা প্রতিযোগিতা, ছয় থেকে আঠ বর্গের জন্য,
প্রথম, রিনকি জ্যোতিষী দ্বিতীয়, সঞ্চিতা জ্যোতিষী তৃতীয়, বিশু সাহু ও পুষ্পিতা মণ্ডল

৫.রচনা প্রতিযোগিতা,
নয় থেকে উপর বর্গের জন্য,
প্রথম, পূজা মাহাতো দ্বিতীয়, স্নেহা সাহু তৃতীয়, বিশাল বিয়ানী ও রানী কুমারী

৬.সংগীত প্রতিযোগিতা, ছয় থেকে আঠ বর্গের জন্য,
প্রথম, মৌমিতা মণ্ডল দ্বিতীয়, সিদ্ধার্থ মণ্ডল তৃতীয়, পুণম মণ্ডল চতুর্থ , ভূমিকা হাঁসদা

৭.সংগীত প্রতিযোগিতা, নয় থেকে উপর বর্গের জন্য,
প্রথম, নিকিতা জ্যোতিষী দ্বিতীয়, দীক্ষীতা মণ্ডল তৃতীয়, কমল মিশ্র চতুর্থ, দীনেশ সাহু

৮.ভাষণ প্রতিযোগিতা,
নয় থেকে উপর বর্গের জন্য,
প্রথম ,পূজা রানী মাহাতো দ্বিতীয়, অঙ্কিতা জ্যোতিষী তৃতীয়, নিরজ জ্যোতিষী

৯.সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, সবার জন্য,
১.প্রথম, দীনেশ সাহু দ্বিতীয়,,রিতু গোপ তৃতীয়, সুস্মিতা সরদার চতুর্থ, কমল মিশ্র পঞ্চম, সৃজন দাস উক্ত সকল সফল প্রতিযোগীদের আগামী ১২ ই জানুয়ারী বিবেকানন্দ জয়ন্তী সহ রাষ্ট্রীয় যুব দিবস উপলক্ষে মাতাজী আশ্রম হাতায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বেলা এগারোটার সময় পুরস্কৃত করা হবে।এই পুরস্কার প্রতি বছর সুভাষ সংস্কৃতি পরিষদ জামশেদপুরের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়,এ বছর ও দেওয়া হবে।উক্ত দিনে সময় মত মাতাজী আশ্রমে সবাই কে আসার জন্য আমন্ত্রন ও অনুরোধ করা হচ্ছে এ কথা জানালেন আশ্রমের সেক্রেটারি রাজকুমার সাহু।

পাঠকের চিঠি

শীতার্তদের পাশে দাঁড়ানো মানুষের নৈতিক দায়িত্ব হয়ে উঠুক

সারা দেশে পৌষের হাড়কাঁপানো শীত নেমেছে। তাপমাত্রা নেমেছে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সারা দেশে শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শীতে উত্তরাঞ্চল, দেশের বিভিন্ন রেলস্টেশন ও গ্রামাঞ্চলে সাতসকালে দেখা মিলবে অসংখ্য দুঃখী মানুষের। গৃহহীন মানুষ, পথশিশুদের কষ্টের শেষ নেই। আমরা যখন লেপকম্বল গায়ে জড়িয়ে দীর্ঘ রাত সুখ নিদ্রায় বিভোর তখন তাঁদের রাত কাটে নির্ঘুম অবস্থায় শীতের প্রকোপে জবুথবু হয়ে। যার পেটে ভাত নেই তাঁর গায়ে গরম কাপড় জুটবে কীভাবে! আমরা কি পারি না তাদের সাহায্যে একটু এগিয়ে আসতে? শীত এলে শীতার্তদের পাশে দাঁড়ানোর কথা শোনা যায় । সমাজের সামর্থ্যবান জনদরদি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কম্বল, শীতবস্ত্র, খাবার ইত্যাদি গ্রামে গ্রামে দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন। তরুণ যুবকেরা মহল্লায় মহল্লায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরোনো কাপড় সংগ্রহ করেন এবং তা গরিবদের মধ্যে বণ্টন করেন। শীত এলে এসব ছিল চিরচেনা সামাজিক কর্মকাণ্ড। এবার সেই উৎসাহউদ্দীপনা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। শীতার্ত মানুষের সাহায্যার্থে প্রথমে এগিয়ে আসার কথা রাষ্ট্রের। নানা সংস্থা, সংগঠনকেও শীতার্ত অসহায় মানুষের পাশে এগিয়ে আসতে হবে। মিডিয়া চাইলে তাদের খুঁজে বের করার উদ্যোগ নিতে পারে। চাইলে গণমাধ্যম কর্মীগণ শীতার্তদের নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন করতে পারেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিত্তশালীদের। শীতার্ত মানুষদের তালিকা করতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা ও সিটি করপোরেশনকে কাজে লাগানো যায়। তালিকা ধরে প্রত্যেক শীতার্ত মানুষের কাছে শীতবস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য পাঠানোর কাজটি সরকার করতে পারে। তবে, শীতার্ত মানুষের এসব বস্ত্র, অর্থসহ সব সাহায্য যেন দুর্নীতিমুক্ত ও সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দুর্গতদের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে হবে। বিতরণ ব্যবস্থা যেন ত্রুটিমুক্ত হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। অন্যান্য সংস্থাও তাদের মতো করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ সমন্বিত একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করতে পারলে দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে শীতের কষ্ট থেকে রক্ষা করা যাবে। মানুষের অসহায়ত্বের এমন দৃশ্য মুছে দিতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে । কনকনে শীতে ঠকঠক করে কাঁপা মানুষের গায়ে শীতবস্ত্র জড়িয়ে তার মুখে হাসি ফোটানোর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে। এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় মানুষের প্রতি আমাদের মমত্ব ও ভালোবাসার। আমরা চাইলেই এ সকল দুঃখী মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারি। এর জন্য কি অঢেল বিত্তবৈভবের মালিক হওয়া প্রয়োজন? একটি পুরোনো কিংবা নতুন শীতবস্ত্র একজন শীতার্ত মানুষের শীত নিবারণের অবলম্বন হতে পারে।সমাজের অসহায় ও শীতার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের উপার্জিত অর্থের সামান্য পরিমাণও যদি এ সকল অসহায়দের জন্য আমরা বরাদ্দ করি তাহলে বিন্দু বিন্দু সে দান শীতার্তদের কষ্ট লাঘবে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। এভাবে অসহায়দের সাহায্যে এগিয়ে আসার মাধ্যমেই রচিত হবে মানবিক সেতুবন্ধন। আমাদের সামান্য সহযোগিতা তাদের জীবনে এনে দিতে পারে এক টুকরো সুখ।

সমর গুহ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী*** ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, **: Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee*** Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015** email-rashtriyokhobor@gmail.com **www.rashtriyakhabar.com**

এক নাগাড়ে ৯ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে হিন্দী সাহিত্য পত্রিকা পগডন্ডী

সংবাদদাতা

বোকারো ঃ বোকারোর সেক্টর ফোর স্থিত মহাত্মা গান্ধী চকে হিন্দী সাহিত্য পত্রিকা পগডন্ডী প্রকাশিত হল মঙ্গলবার । বিগত ৯ বছর ধরে এক নাগাড়ে এই হিন্দী পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে , এটি ঘুণপোকা সাহিত্য পত্রিকার হিন্দী সংস্করণ । এই পত্রিকায় ভারতবর্ষের বিখ্যাত সাহিত্যিক , কবি এবং শায়র তাঁদের মুল্যবান লেখাগুলি পগডন্ডী প্ত্রিকাকে দিয়ে সমৃদ্ধ করেন। পদ্মশ্রী সুরেন্দ্র শর্মা, ডঃ হরি ওম পনওয়ার , গৌরী মিশ্রা, ডঃ সুরেশ অবস্থী, রাও অজাতশত্রু , ওয়াসিম বরেইলি্ভ, ডঃ পরমেশ্বর ভারতী, মহেশ মেহন্দী , অভিনব শঙ্কর ,কাজল ভালোটিয়া , জ্যোতি বর্মা সহ অন্যান্য কবি এবং সাহিত্যিকগণ। এদিন পত্রিকা প্রকাশের সময় উপস্থিত সকলে

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল , যেটা বর্তমান সময়ে বিরল হয়ে পড়ছে । পত্রিকা প্রকাশের সময় উপস্থিত ছিলেন অনিরুদ্ধ মন্ডল , অভিনব শঙ্কর , জয়ন্ত মল্লিক , ডঃ পরমেশ্বর ভারতী , কাজল ভালটিয়া , জ্যোতি বর্মা, জ্যোতির্ময়ী দে রানা, হরেন্দ্র নাথ চৌবে, উজ্জ্বল ব্যানারজী এবং পত্রিকার সম্পাদক দিলীপ বৈরাগ্য

শ্রী রাম ললার প্রাণ প্রতষ্ঠার দিন চন্ডিলে ভব্য নগর কীর্তন অনুষ্ঠিত হবে

সন্ধ্যায় মহা আরতির সঙ্গে মহাভান্ডারের আয়োজন করা হবে ঃ মনোজ সিং

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ ২২শে জানুয়ারী, অযোধ্যায় নবনির্মিত শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে একটি জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে এবং শ্রী রাম লালাকে স্থাপন করা হবে। যার কারণে সারা ভারতে রাম ভক্তদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও আনন্দের পরিবেশ বিরাজ করছে। এই দিনটিকে অবিস্মরণীয় করে তুলতে বিভিন্ন স্থানে রামভক্তরা তাদের এলাকায় নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আযোজন করছে। মঙ্গলবারে শ্রী শ্রী ১০৮ খেলাই চণ্ডী বজরঙ্গদল আখড়ার সভাপতি মনোজ সিংএর সভাপতিত্বে সিংভূম কলেজের কাছে অবস্থিত বড় হনুমান মন্দির কমপ্লেক্সে চান্ডিল মহকুমা এলাকার রাম ভক্তদের দ্বারা একটি সভার আযোজন করা হয়। বৈঠকে ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপরেখা তৈরি করা হয়। এই উপলক্ষ্যে, শ্রী রাম জন্মভূমি স্থানে রাম ললার পবিত্রতার সময়, চান্ডিল ও আশেপাশের এলাকায় অবস্থিত সমস্ত মন্দিরের পরিচ্ছন্নতা, নগর সজ্জা, পূজা হবন, নগর কীর্তন ভ্রমণ, মহা আরতি ও মহা ভান্ডারের আযোজন করা হবে। এই উপলক্ষ্যে আখড়ার সভাপতি মনোজ সিং সমস্ত চান্ডিল বাসিন্দাদের শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরের পবিত্রতার দিনে তাদের বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি উদযাপন করার জন্য আবেদন করেন। উনি বললেন এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে আজ আমরা সেই মুহূর্তটির উপলব্ধি দেখতে পাচ্ছি যার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সভায় এলাকার শত শত নারীপুরুষসহ রাম ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন রামভক্ত রাকেশ বর্মা।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বরখাস্ত করছেন না বাইডেন

ওয়াশিংটন ঃ দুইবার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও হোয়াইট হাউসসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের না জানিয়ে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' আচরণের করায় মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী অস্টিনকে বরখাস্ত করার দাবি উঠছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান, লোহিত সাগরে হুতি বিদ্রোহীদের তৎপরতা, তাইওয়ানকে ঘিরে উত্তেজনার মতো একাধিক সংকট সামলাতে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যখন হিমসিম খাচ্ছে, তখন খোদ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অনুপস্থিতি ওয়াশিংটনে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করছে। নববর্ষের দিনেই লয়েড অস্টিন জরুরি চিকিৎসার জন্য সামরিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু বেশ কয়েক দিন ধরে তার অনুপস্থিতির কথা এমনকি হোয়াইট হাউসও জানতো না। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক শীর্ষ কর্তাব্যক্তিও সে বিষয়ে অবগত ছিলেন না। অস্টিনের আরেকবার হাসপাতালে যাবার খবরও গোপন রাখা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সংকটের সময়ে এমন 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' আচরণের কারণে অস্টিনকে বরখাস্ত করার দাবি উঠছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, লয়েড অস্টিনকে পদচ্যুত করার কোনো পরিকল্পনা তার নেই। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পসহ রিপাব্লিকান দলের নেতাদের দাবি তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। পেন্টাগন জানিয়েছে, চার তারকাখচিত সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন জেনারেল অস্টিন নিজেও পদত্যাগের কথা ভাবছেন না। হাসপাতাল থেকেও প্রতিরক্ষামন্ত্রী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। সোমবার অস্টিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সালাইভ্যানসহ একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

মার্কিন সেনাবাহিনীর 'কমান্ডার ইন চিফ' হিসেবে প্রেসিডেন্টের ঠিক পরেই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর স্থান। জাতীয় স্তরে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি দেখা দিলে মুহূর্তের মধ্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হতে হবে। পরমাণু অস্ত্র দিয়ে হামলার মতো পরিস্থিতির ক্ষেত্রে তাকে নিরাপদ লাইনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। হাসপাতালের আইসিইউ বেডে থেকে সেটা করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে। অসুস্থতার ক্ষেত্রে লয়েড অস্টিন কিছু দায়িত্ব উপপ্রতিরক্ষামন্ত্রী ক্যাথলিন হিক্সের হাতে তুলে দেওয়া উচিত ছিল বলে সমালোচকরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। অথচ হিক্সও সে বিষয়ে কয়েক দিন ধরে কিছুই জানতেন না। ৭০ বছর বয়সি অস্টিনের অসুস্থতা ও শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে এখনো কিছু জানানো হয়নি।

এমন রাজনৈতিক বিতর্কের মাঝে অস্টিন নিজের আচরণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তিনি নিজের অনুপস্থিতির সময়ে গোপনীয়তা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্তের দায়িত্ব স্বীকার করেন। জনসাধারণকে ঠিকমতো জানানোর কাজ আরো ভালোভাবে করতে পারতেন বলে তিনি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

মহুয়াকে এবার শোকজ নোটিস কেন্দ্রীয় সরকারের

কলকাতা ঃ তার পার্লামেন্টে সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো সরকারি বাংলো ছাড়েননি। মহুয়া মৈত্রকে শোকজ কেন্দ্রীয় সরকারের।

গত ৮ ডিসেম্বর তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি এখন আর পার্লামেন্টের সদস্য নন। পার্লামেন্টের সদস্য না হলে সাংসদদের সরকারি বাংলোতেও থাকা যায় না। তা ছেড়ে দিতে হয়। ৭ জানুয়ারির মধ্যে মহুয়াকে তার বাংলো ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো সেই বাংলো তিনি ছাড়েননি। কেন ছাড়েননি? পদ খারিজ হওয়া সাংসদের কাছে তার কৈফিয়ত চাইল কেন্দ্রীয় সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ এস্টেটস। সাংসদদের বাংলো দেয়ার দায়িত্ব পালন করে এই সংস্থাটি। মহুয়া আসলে ২০২৪ সালের আগে বাংলো ছাড়তে চাইছেন না। সে কারণে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। আদালতে তার আবেদন ছিল, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত তিনি সরকারি বাংলো রাখতে চান। তার জন্য অতিরিক্ত খরচের জন্যও প্রস্তুত তিনি। অর্থাৎ, সাংসদ না থেকেও টাকা দিয়ে সরকারি বাংলোতে থাকতে চাইছিলেন মহুয়া। কিন্তু আদালত জানিয়ে দিয়েছে, এটি আদালতের বিষয় নয়। ডাইরেক্টরেট অফ এস্টেটসের কাছেই এই আবেদন করতে হবে। গত বৃহস্পতিবার আদালত এই কথা বলার পর আবেদন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু তার পরেও বাংলো ছাড়েননি মহুয়া। সোমবার সে কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাটি মহুয়ার কাছে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছেন। তিনদিনের মধ্যে তাকে তার জবাব দিতে হবে। তৃণমূলের এক বর্ষীয়ান নেতা নাম প্রকাশ করা যাবে না এই শর্তে জানিয়েছেন, ''এভাবে সরকারি বাংলো ধরে রাখা যায় না।মহুয়ার উচিত দ্রুত শোকজ নোটিসের উত্তর দিয়ে বাংলো ছেড়ে দেওয়া।'' প্রকাশ্যে অবশ্য এবিষয়ে তৃণমূলের কোনো নেতাই মন্তব্য করতে চাননি।

টুকরো খবর

নওয়াজ শরীফের নির্বাচনে লড়ার পথে শেষ বাধা উঠলো

লাহৌর ঃ পাকিস্তানে ফৌজদারি মামলায় শাস্তি পেলে রাজনীতিকরা আর ভোটে দাঁড়াতে পারতেন না। সেই নিয়ম বাতিল করলো সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে নওয়াজ শরীফের আর ভোটে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকলো না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এই রায় দিয়ে বলেছেন, আগের সিদ্ধান্তের ফলে একজন নাগরিকের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মৌলিক অধিকার লংঘিত হচ্ছিল। ২০১৭ সালে নওয়াজ শরিফকে অসৎ পন্থা নেয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তার পরের বছর এই নিয়ম চালু হয় যে, একবার ফৌজদারি অপরাধের জন্য শাস্তি পেলে সারা জীবনের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না। তাই তিনি আর ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অবস্থায় ছিলেন না। রাজনীতির ময়দানে ফিরবেন নওয়াজ শরীফ? গতবছর আদালত তার বিরুদ্ধে দুইটি রায় বাতিল করে দেয়। কিন্তু তারপরেও তিনি নির্বাচনে লড়তে পারছিলেন না। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে ৭৪ বছর বয়সি নওয়াজ শরিফ আগামী ৮ ফেব্রুয়ারির ভোটে লড়তে পারবেন। পাকিস্তান মুসলিম লিগ(এন) নেত্রী মরিয়ম আরঙ্গজেব সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ''পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের নেতা নওয়াজ শরীফের উপর থেকে সারা জীবনের জন্য নিষেধাজ্ঞাএবার উঠলো। অবিচারের শিকার হয়েছিলেন নওয়াজ শরীফ।'' শরীফের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হল সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল। ইমরান এখন জেলে। তার বিরুদ্ধে প্রচুর মামলা চলছে। তার উপরেও পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কোনো প্রভাব ইমরানের উপর পড়বে না। কারণ, সুপ্রিম কোর্ট কেবলমাত্র সারা জীবনের জন্য যাদের রাজনীতি করা বন্ধ ছিল, তাদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে নিয়েছে। ইমরানের আইনজীবী ইন্তাজার হুসেন পানজুঠা বলেছেন, ''সোমবারের এই রায় আইন ও সংবিধানের মৃতযুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে।''

গাজায় সাংবাদিকদের মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ জাতিসংঘের

গাজা ঃ গাজায় ইসরায়েলের অভিযানে বহু সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংগঠন। সোমবার এক্সএ একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে ইউএনএইচসিআর বা জাতিসংঘের মানবাধিকার সংগঠন। তাদের বক্তব্য, গাজায় ইসরায়েল অভিযান শুরু করার পর এখনো পর্যন্ত বহু সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। এই প্রতিটি মৃত্যুর স্বাধীন তদন্ত হওয়া উচিত। বস্তুত, সম্প্রতি আল জাজিরার দুই সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে গাজায়। তারপর সাংবাদিক মৃত্যু নিয়ে সোচ্চার হয়েছে একাধিক মানবাধিকার সংগঠন। শুধু তদন্তই নয়, এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়ার কথাও বলা হয়েছে জাতিসংঘের ওই বিবৃতিতে। এদিকে সাউথ ক্যারোলিনায় নির্বাচনী প্রচারে গেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেখানে বিক্ষোভকারীদের প্রতিবাদের সামনে তার বক্তৃতা ব্যাহত হয়। গাজায় বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন আন্দোলনকারীরা। বাইডেন তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, প্রতিবাদ সংগত। গাজায় যাতে বেসামরিক মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। পাশাপাশি ইসরায়েলের সেনা এবার ধীরে ধীরে যাতে গাজা ছেড়ে বার হতে শুরু করে, তার প্রস্তাবও তিনি দিয়েছেন। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ঢুকে বেসামরিক মানুষের উপর হামলা চালায় হামাস। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অ্যামেরিকা, জার্মানি সহ একাধিক দেশ যাদের জঙ্গি সংগঠন বলে মনে করে। ওই ঘটনায় হাজারখানেক মানুষের মৃত্যু হয়। বহু বেসামরিক মানুষকে পণবন্দি করা হয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় গাজায় অভিযান চালায় ইসরায়েল। অ্যামেরিকা এখনো পর্যন্ত সেই অভিযানকে সমর্থন করছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, এই অভিযানে অন্তত ২২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে প্রচুর নারী ও শিশু আছে। রোববার কাতারে গিয়ে মার্কিন মন্ত্রী অ্যাঃটনি ব্লিংকেন জানিয়েছেন, গাজার বেসামরিক মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে ইসরায়েলের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছেন। ব্লিংকেন সৌদি আরব, আরব আমিরাতেও সফর করবেন। সপ্তাহান্তে তিনি ইসরায়েলে পৌঁছাবেন। ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক। পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি অধিবাসীদের সুরক্ষার দাবি জানিয়েছেন তিনি। এর আগে ওই অঞ্চলের একটি গ্রামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন বেয়ারবক। পশ্চিম তীরে কীভাবে ফিলিস্তিনিদের উপর হামলা হচ্ছে, সে কথা শোনেন তিনি। রামাল্লায় ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেন বেয়ারবক। তার কাছেও গোটা পরিস্থিতি নিয়ে ফিলিস্তিনের অবস্থানের কথা শোনেন তিনি। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স এবং এএফপি সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননে এক প্রথম সারির হেজবোল্লাহ নেতা নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলের হামলায় ওই নেতার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। তার গাড়িতে বোমা ফেলা হয় বলে এখনো পর্যন্ত জানা গেছে। হোজবোল্লাহের তরফে অবশ্য এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। গাজায় ইসরায়েলের অভিযান শুরু হওয়ার পরেই লেবাননে হেজবোল্লাহের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়েছে ইসরায়েলের সেনার।

কামিন্সদের কসাইখানায় 'ক্যারিবীয় ভেড়ার পাল'

পর্থ ঃ অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে পাকিস্তান। তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরে অস্ট্রেলিয়ায় টানা টেস্ট হারের সংখ্যাটাকে ১৭তে নিয়ে গেছে তারা। এবার টেস্ট খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ, একুশ শতকে যাদের অস্ট্রেলিয়ায় কোনো টেস্ট জয় নেই। ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় খেলা ১৬ টেস্টে মাত্র দুটিতেই ড্র করতে পেরেছে ক্যারিবীয়রা। এমন ইতিহাস সঙ্গী যাদের, সেই দলটা আবার সেরা তারকাদের পায় না সাদা পোশাকের ক্রিকেটে। মোটামুটি দুর্বল দল নিয়েই টেস্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে খেলতে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজে ক্যারিবীয়দের কী অবস্থা হবে, সেটি ভাবতেই নাকি গা শিউরে উঠছে দলটির সাবেক তারকা জেফ ডুজনের। একসময়ের মহাপরাক্রমশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের উইকেটকিপারব্যাটসম্যানের মনে হচ্ছে, একপাল ভেড়াকে যেন কসাইখানায় পাঠানো হয়েছে। এটা তো বিব্রতকর ঘটনা, অস্ট্রেলিয়া তো আমাদের মতো এমন পরিস্থিতিতে পড়ে না। হয়তো তাদের খেলোয়াড়েরা বেশি দেশপ্রেমিক। ক্রেইগ ব্রাফেটের দলে সাতজনেরই এখনো টেস্ট অভিষেক হয়নি। এই তথ্যকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের জন্য বিব্রতকর বলেই মনে করছেন গত শতকের আশির দশকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের নিয়মিত মুখ ডুজন, 'এটা তো বিব্রতকর ঘটনা, অস্ট্রেলিয়া তো আমাদের মতো এমন পরিস্থিতিতে পড়ে না। হয়তো তাদের খেলোয়াড়েরা বেশি দেশপ্রেমিক।' জেফ ডুজন কথা বলেছেন জ্যামাইকান দৈনিক জ্যামাইকা গ্লিনারের সঙ্গে। অস্ট্রেলিয়া সফরে কী দুর্দশা হতে পারে ক্যারিবীয় দলের, সেই শঙ্কা প্রকাশ করে ৮১টি টেস্ট খেলা ডুজন সেখানেই বলেছেন, 'ভেড়ার পালকে কসাইখানায় পাঠানোর সঙ্গেই তুলনা চলে ব্যাপারটার। কোনো দুর্বল দলের বিপক্ষে এমন তরুণ একটা দল পাঠালে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এমন অভিজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী একটি দলের বিপক্ষে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা সাতজনকে নিয়ে গিয়ে খুব বেশি কিছু অর্জিত হবে বলে তো মনে হয় না।' ওয়েস্ট ইন্ডিজ অস্ট্রেলিয়ায় সর্বশেষ টেস্ট জিতেছে ১৯৯৬৯৭ সফরের শেষ টেস্টে। পার্থের সেই টেস্টের আগেই অবশ্য সিরিজ হার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল ৩২ ব্যবধানে। অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ সর্বশেষ টেস্ট সিরিজ জিতেছে ১৯৯২৯৩ মৌসুমে। পাঁচ ম্যাচের সিরিজটা ২১ ব্যবধানে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেটি ছিল ডাউনআন্ডারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টানা তৃতীয় সিরিজ জয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলগুলো যে টেস্টে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে খেলছে না, তা নিয়ে বিরক্ত অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক স্টিভ ওয়াহও। গত সপ্তাহে এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আইসিসিকে হস্তক্ষেপও করতে বলেছিলেন সিনিয়র ওয়াহ। সেই দাবি করতে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রসঙ্গে ওয়াহ বলেন, 'বছর দুয়েক ধরেই তারা (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) টেস্টে পূর্ণশক্তির দল দিচ্ছে না। নিকোলাস পুরানের মতো পুরোদস্তুর টেস্ট ব্যাটসম্যানও টেস্ট খেলছে না। সম্ভবত জেসন হোল্ডারই ওদের সেরা খেলোয়াড়, সেও খেলছে না এখন।' সব তো টেস্ট ক্রিকেট ধ্বংসের আলামত। বোর্ডগুলোর খেলোয়াড়দের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। কখন ও কোথায় খেলবে, খেলোয়াড়েরাই এখন সেটি ঠিক করে। ওয়াহর সঙ্গে পুরোপুরিই একমত ডুজন, 'সেরা খেলোয়াড়েরা না খেললে ক্রিকেট এগোবে কীভাবে? যাই হোক, এই সমস্যা থেকে বেরোনোটা সহজ নয়। স্টিভ ওয়াহ ঠিকই বলেছে। এসব তো টেস্ট ক্রিকেট ধ্বংসের আলামত। বোর্ডগুলোর খেলোয়াড়দের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। কখন ও কোথায় খেলবে, খেলোয়াড়েরাই এখন সেটি ঠিক করে।' ১৭ জানুয়ারি শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ।

কেপটাউনের পিচ 'অসন্তোষজনক', পেল ডিমেরিট পয়েন্ট

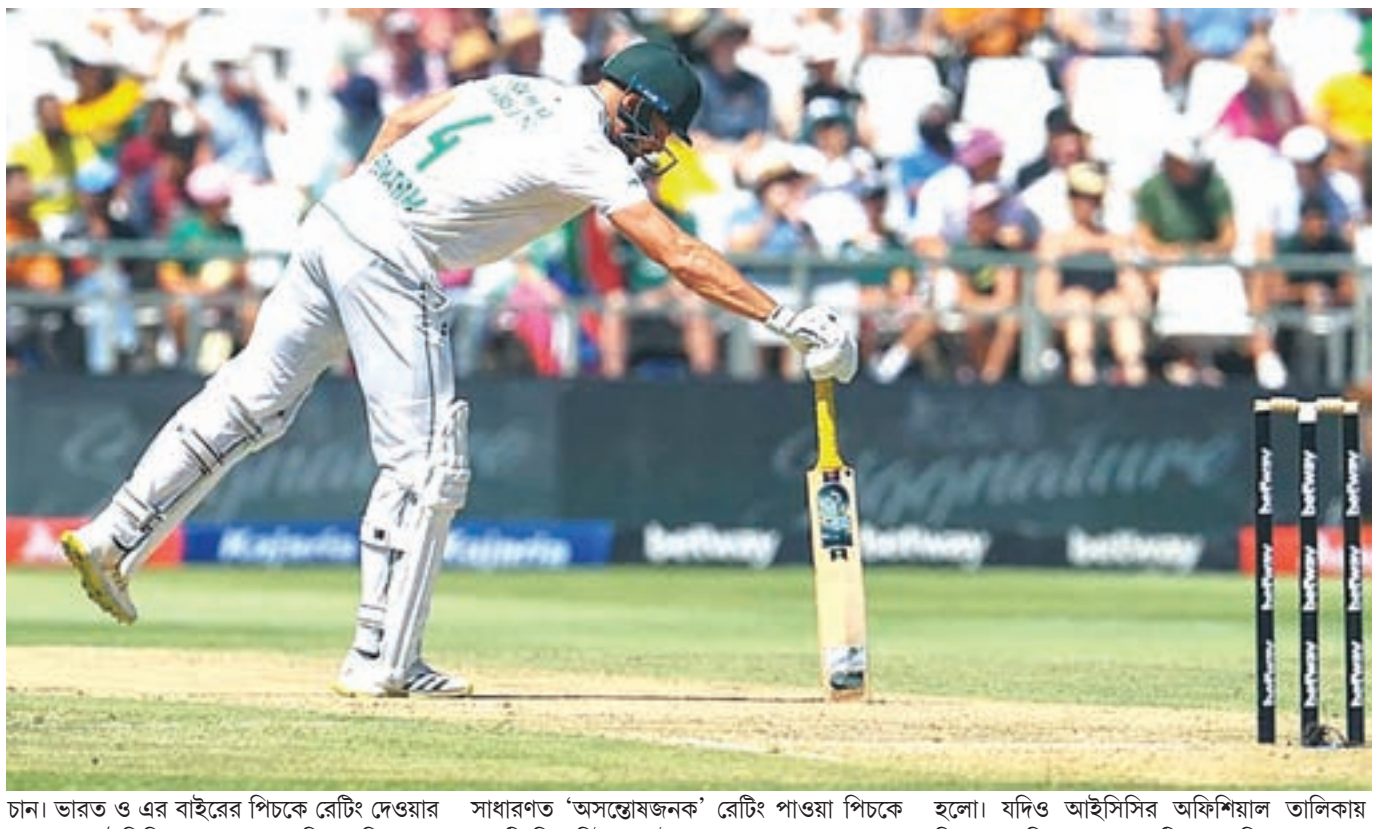

কেপটাউন ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে কেপটাউনের নিউল্যান্ডসের আলোচিত পিচকে 'অসন্তোষজনক' বলেছে আইসিসি। এ রেটিং দেওয়ার পর একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। মাত্র ৬৪২ বলে শেষ হওয়া টেস্টটি ছিল ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম। প্রথম দিন ২৩ উইকেট পড়ার পর থেকেই আলোচিত ও সমালোচিত ছিল এ ভেন্যুর উইকেট। আইসিসির পিচ ও আউটফিল্ড পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পিচের রেটিংয়ের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে বলে আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় আইসিসি।

কেপটাউনে প্রথম ইনিংসে ৫৫ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৫ রানে ৬ উইকেট নেন ভারতের পেসার মোহাম্মদ সিরাজ। প্রথম ইনিংসে ১৫৩ রানে গুটিয়ে গেলেও ৯৮ রানের লিড পায় ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে এইডেন মার্করামের দুর্দান্ত শতকের পরও ৭৯ রানের বেশি লিড নিতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত সে লক্ষ্য পেরিয়ে যায় ৭ উইকেট হাতে রেখেই।

ম্যাচ অফিশিয়ালদের উদ্বেগের পর আইসিসি ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের দেওয়া রিপোর্টে নিউল্যান্ডসের পিচকে 'অসন্তোষজনক' বলা হয়েছে। ব্রড বলেছেন, 'নিউল্যান্ডসের পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য বেশ কঠিন ছিল। বল দ্রুতগতিতে বাউন্স করেছে এবং ম্যাচজুড়েই মাঝে মাঝে সেটি ছিল উদ্বেগের ব্যাপার। ফলে শট খেলা কঠিন হয়ে উঠেছিল। কয়েকজন ব্যাটসম্যানের গ্লাভসে লেগেছে এবং অস্বস্তিকর বাউন্সের কারণে উইকেটও পড়েছে।' এর আগে নিউল্যান্ডস টেস্টের উইকেট প্রসঙ্গে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছিলেন, আইসিসির ম্যাচ রেফারি এ পিচের কেমন রেটিং দেন, সেটি তিনি দেখতে চান। ভারত ও এর বাইরের পিচকে রেটিং দেওয়ার ক্ষেত্রে আইসিসির ম্যাচ রেফারিরা নিরপেক্ষ থাকেন কি না, এমন প্রশ্নও তুলেছিলেন তিনি।

ভারত করলে 'প্রতারণা', তারা করলে 'ভুল'-'সেনা' দেশগুলোকে ধুয়ে দিলেন গাভাস্কার আইসিসির পিচ ও আউটফিল্ড পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী, কোনো পিচ বা আউটফিল্ড যদি যথাযথ মানের নিচে রেটিং পায়, তাহলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়। ম্যাচ রেফারি সাধারণত 'অসন্তোষজনক' রেটিং পাওয়া পিচকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেন।

সর্বশেষ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের মিরপুর টেস্টের উইকেটকে এমন 'অসন্তোষজনক' বলা হয়েছিল। সাধারণত খুব ভালো, ভালো, গড়পড়তা, গড়পড়তার নিচে, বাজে ও অনুপযুক্ত এসব শ্রেণিতে ভাগ করা হয় পিচ ও আউটফিল্ডকে। তবে মিরপুরের মতো নিউল্যান্ডসের পিচকেও অসন্তোষজনক বলা হলো। যদিও আইসিসির অফিশিয়াল তালিকায় মিরপুরের পিচ 'বাজে' রেটিংয়ে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

এই ডিমেরিট পয়েন্ট থাকবে পাঁচ বছরের জন্য। এর মধ্যে ৬টি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে এক বছরের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা আসবে। আইসিসির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার ১৪ দিন সময় আছে।

ফুটবলে নিষিদ্ধ হচ্ছে না ব্রাজিল

ব্রাজিল ঃ রিও ডি জেনিরোর একটি বিচারিক আদালতের নির্দেশে গত ডিসেম্বরের শুরুতে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এদনালদো রদ্রিগেজকে। যেহেতু ফিফার আইন অনুযায়ী সদস্য অ্যাসোসিয়েশনে বাইরের হস্তক্ষেপ অবৈধ, তাই সে মাসের শেষ দিকে সিবিএফে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল ফুটবলের নিয়ন্ত্রক এই সংস্থা। সে চিঠিতে সিবিএফকে নিষিদ্ধ করার হুমকি দিয়েছিলে ফিফা ও কনমেবল। কিন্তু গতকাল ফিফার আইনি বিভাগের পরিচালক এমিলিও গার্সিয়া জানিয়েছেন, সিবিএফ সভাপতি পদে এদনালদো রদ্রিগেজ ফেরায় তাদের আর নিষিদ্ধ হওয়ার শঙ্কা নেই। গত ৭ ডিসেম্বর এদনালদো রদ্রিগেজকে সিবিএফ সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন রিও ডি জেনিরোর আদালত। এরপর অন্তর্বর্তীকালীন একজন সভাপতিও নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। সিবিএফের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কের পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আদালত। ফিফা এরপর সিবিএফকে পাঠানো চিঠিতে বলেছিল, দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশন (কনমেবল) এবং ফিফার গঠন করা কমিশন সিবিএফ পরিদর্শনের পরই কেবল নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করা যাবে।

কিন্তু গত সপ্তাহে ব্রাজিলের উচ্চ আদালতের বিচারক গিলমার মেন্দেজ রদ্রিগেজকে সিবিএফ সভাপতির পদে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। মেন্দেজ যুক্তি দিয়েছিলেন, আদালতের মাধ্যমে এদনালদো রদ্রিগেজকে সরিয়ে দিলে ফিফার নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারে ব্রাজিল ফুটবল। তাতে ব্রাজিল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না এবং দেশের ফুটবলের ভাবমূর্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ফিফার আইনি বিভাগের পরিচালক এমিলিও গার্সিয়া এ বিষয়ে বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের (উচ্চ আদালত) সিদ্ধান্তে আমরা স্বস্তি পেয়েছি। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এদনালদোকে সভাপতি পদে পুনর্বহাল করেছে। আগের পথে অর্থাৎ ব্রাজিল যেভাবে সভাপতি নির্বাচন করে, সেই পথে ফিরতে পেরে আমরা আনন্দিত। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে নিষিদ্ধ হওয়ার উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে ছিল ব্রাজিলিয়ান ফুটবল। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পর সেই সম্ভাবনা আর রইল না।'

সিবিএফ সভাপতি এদনালদো সমর্থন দেওয়ার জন্য ফিফা ও কনমেবলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন 'এটাই সেই মুহূর্ত, যখন ব্রাজিলিয়ান ফুটবল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরল। সূচি অনুযায়ী সামনে এখন অনেক চ্যালেঞ্জ। এখন থেকে আমরা ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের উন্নতিতে মনোনিবেশ করতে চাই। আমি স্বচ্ছভাবে নির্বাচিত হয়েছি। যখন স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হয় তখনই জিতে যায় ব্রাজিলিয়ান ফুটবল। ব্রাজিলের ক্লাব ও জাতীয় দল এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।' ফিফার আইনি বিভাগের পরিচালক এমিলিও গার্সিয়া এ বিষয়ে বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের (উচ্চ আদালত) সিদ্ধান্তে আমরা স্বস্তি পেয়েছি। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এদনালদোকে সভাপতি পদে পুনর্বহাল করেছে। আগের পথে অর্থাৎ ব্রাজিল যেভাবে সভাপতি নির্বাচন করে, সেই পথে ফিরতে পেরে আমরা আনন্দিত। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে নিষিদ্ধ হওয়ার উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে ছিল ব্রাজিলিয়ান ফুটবল। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পর সেই সম্ভাবনা আর রইল না।'

মাঠে ব্রাজিল দলের পারফরম্যান্স তেমন ভালো নয়। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে ব্রাজিল। উরুগুয়ে, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার কাছে হেরেছে টানা তিন ম্যাচ। মাঠের বাইরেও ভালো সময় যাচ্ছে না ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে। এদনালদো রদ্রিগেজ সভাপতি পদে ফিরে গত শুক্রবার জাতীয় দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ফার্নান্দো দিনিজকে ছাঁটাই করেন। তাঁর জায়গা নেবেন সাও পাওলোর সাবেক কোচ দরিভাল জুনিয়র। বুধবার তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাজিলের কোচ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স বিমান পরিদর্শনের সময় ঢিলে হয়ে যাওয়া স্ক্রু খুঁজে পেয়েছে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৯এস পরিদর্শনের সময় ঢিলে হয়ে যাওয়া স্ক্রু খুঁজে পাওয়া গেছে, যেগুলো আরও শক্তভাবে লাগানো অবস্থায় থাকা প্রয়োজন ছিল। আলাস্কা এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট জরুরি অবতরণে বাধ্য হওয়ার পর এই পরিদর্শন হয়।

ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, বিমানগুলো পুনরায় চলাচলের উপযোগী করার আগে এর দরজার প্লাগ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধান করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিমান চলাচলকারী সংস্থা রোববার এরকম ১৭১ টি বিমান গ্রাউন্ডেড করার নির্দেশ দেয়।

ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার আমরা প্রাথমিক পরিদর্শন শুরু করেছি, আমরা দরজার প্লাগ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত ইস্যু দেখতে পেয়েছি, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এগুলোর বল্টুগুলো আরও শক্ত করা প্রয়োজন।

ডোর প্লাগ হলো জানালার সঙ্গে এমন একটি অংশ যা অতিরিক্ত জরুরি বহির্গমন পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এটি আলাস্কা এয়ারলাইন্সের ওই অংশ যা নাটকীয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন রাজ্যের মাঝপথে ছিটকে পড়ে পরে একজন শিক্ষকের বাড়ির পেছনে বিমানটি জরুরি অবতরণে বাধ্য হয়। তবে এ ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত বেশিরভাগ বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৯ এস বিমানগুলো ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ও আলাস্কা পরিচালিত।

টার্কিশ এয়ারলাইন্স, পানামা কোপা এয়ারলাইন্স ও অ্যারোমেক্সিকোর একই মডেলের বিমানগুলোও পরিদর্শনের জন্য গ্রাউন্ডেড করা হয়।

ইউনাইটেড জানিয়েছে, সোমবারে দুইশ' ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং মঙ্গলবারও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফ্লাইট বাতিল করা হবে বলে আশা করছে তারা।

সোমবার ও মঙ্গলবার আমরা ৩০ টি ফ্লাইট বাতিল এড়িয়ে অন্য এয়ারক্রাফটে স্থানান্তর করে পূর্বনির্ধারিত ফ্লাইট পরিচালনা করেছি, জানিয়েছে ইউনাইটেড।

সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্যা ফেডারেল এভিয়েশন এডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানিয়েছে, পরিদর্শনের সময় বিমানগুলোকে মেনে চলার জন্য বেশ কিছু চেকলিস্ট দেয়া হয়েছে।

এক বিবৃতিতে এফএএ জানিয়েছে, বোয়িং ৭৩৭ এয়ারক্রাফটগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রাউন্ডেড থাকবে যতক্ষণ না অপারেটররা বাম ও ডান কেবিনের দরজার উপাদান, বের হওয়ার প্লাগ আর ফাস্টেনারগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিদর্শন শেষ করবে।

এতে আরও বলা হয়েছে, বিমানগুলোকে আবার চলাচলের উপযোগী করে তুলতে পরিদর্শকদের দেয়া সব ধরনের চাহিদা পূরণ করতে হবে অপারেটরদের।

ফ্লাইট ট্র্যাকিং তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার বিকেলে ১৬ হাজার ফুট উচ্চতায় ওঠার পর ফ্লাইট ১২৮২ জরুরি অবতরণে বাধ্য হয়।

অনলাইনে এর বিভিন্ন ছবি শেয়ার করা হয়েছে এবং পরে তদন্তকারীরা এয়ারক্রাফটের একপাশে একটি বড় গর্ত দেখিয়েছে, এছাড়া সিলিং থেকে একটি অক্সিজেন মাস্কও ঝুলতে দেখা গেছে।

ওরিগনের সংবাদপত্রগুলো যাত্রীদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, যে স্থান থেকে জরুরি দরজা ছিটকে পড়েছে সেখানে একটি ছেলে বসেছিল যার শার্ট ডিকমপ্রেশনের চাপে ছিঁড়ে গেছে।

এ ঘটনায় তদন্ত পরিচালনাকারী সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেইফটি বোর্ড (এনটিএসবি) জানিয়েছে, পাইলটরা এর আগে তিনটি ফ্লাইটে সতর্কতামূলক বাতির চাপের কথা রিপোর্ট করেছিলেন। ওই তিনটি ঘটনার সাথে আলাস্কা এয়ারলাইন্স ম্যাক্স ৯ এস বিমানই জড়িত।

এনটিএসবি'র প্রধান জেনিফার হোমেডি বলেছেন, বিমানটিকে দীর্ঘ যাত্রায় জলের উপর দিয়ে যেতে বাধা দেয়া হয়েছিল যাতে এটি খুব দ্রুত একটি এয়ারপোর্টে ফিরে যেতে পারে।

তবে, এর আগে বিভিন্ন সময় যে সতর্কতা দেয়া হয়েছিল, ৫ই জানুয়ারির দুর্ঘটনার সাথে সেসব সতর্কতা বা ইস্যু জড়িত কিনা এ বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়।

আলাস্কা এয়ারলাইন্স সর্বশেষ বিবৃতিতে জানিয়েছে, এফএএ এবং বোয়িং এর পরিদর্শনে দেয়া ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আমরা বাতাসের মানদণ্ড যাচাইয়ের জন্য যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ দল ৭৩৭ ম্যাক্স ৯ এর মাঝখানে বের হওয়ার দরজার প্লাগ পরিদর্শনে প্রস্তুত ছিল।

৭৩৭ ম্যাক্স ৯ গ্রাউন্ডিং আমাদের অপারেশনকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমরা রোববার ১৭০ টি ফ্লাইট বাতিল করেছি এবং আরও ৬০ টির বেশি ফ্লাইট বাতিলের আশা করছি, বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

আলাস্কা এয়ারলাইন্সের এই বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং এ ঘটনা আমাদের কাস্টোমার ও যাত্রীদের উপর যে প্রভাব ফেলেছে তার জন্য আমরা গভীরভাবে দুঃখিত।

নিরাপত্তার ইস্যুতে এমন ধারাবাহিক ঘটনার পর এই ৭৩৭ ম্যাক্সকে বিমানের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি যাচাইবাছাই করা পরিবহন বলে বর্ণনা করা হচ্ছে।

এর আগে ২০১৮ সালের শেষের দিকে ও ২০১৯ সালের শুরুতে একই ধরণের ঘটনায় ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে এবং ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় দু'টি বিমান হারিয়ে যায়।

মোট ৩৪৬ জন মানুষ সেই সময় নিহত হয়। দু'টি দুর্ঘটনাই ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণে ত্রুটিপূর্ণ সফটওয়্যারের কারণে ঘটেছিল এবং সর্বোচ্চ চেষ্টার পরও পাইলটরা বিপর্যয়কর অবতরণে বাধ্য হয়েছিলেন।

শেখ হাসিনাকে নরেন্দ্র মোদীর ফোন এবং ১১ দেশের অভিনন্দন

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় দলটির সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোনে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মি. মোদী বিকেলে নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে এক পোষ্টে এ অভিনন্দন জানানোর ব্যাপারটি জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বললাম এবং সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের মতো ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করায় তাকে অভিনন্দন জানালাম।

এর বাইরে চীন, রাশিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানসহ আরও ১০টি দেশের রাষ্ট্রদূতরা শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে সোমবার অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পশ্চিমা কোনও দেশের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাতে দেখা যায়নি।

তবে, কানাডা জানিয়েছে যে বাংলাদেশের নির্বাচনে তারা কোনও পর্যবেক্ষক পাঠায়নি।

সোমবার বিকেলে শেখ হাসিনার সাথে টেলিফোনে কথা বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মি. মোদী তাঁর এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বললাম এবং সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের মতো ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করায় তাকে অভিনন্দন জানালাম।

সফলভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের জনগণকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন মি. মোদী।

আমরা বাংলাদেশের সাথে আমাদের স্থায়ী ও জনকেন্দ্রিক অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, লিখেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে, সোমবার সকালে ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে গণভবনে যান।

নির্বাচনে জয়লাভ করায় শেখ হাসিনাকে ভারত সরকার ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে 'উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা' জানান তিনি।

শেখ হাসিনা সরকারের নতুন মেয়াদে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের সম্পর্ক আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে বলেও এসময় আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের এই রাষ্ট্রদূত।

আরো যারা অভিনন্দন জানিয়েছে

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পর সোমবারই ভারত ছাড়া আরো যেসব দেশ শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে তারা হল চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, ব্রাজিল, মরক্কো, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, ভুটান এবং ফিলিপিন্স।

সোমবার সকালে গণভবনে শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে এসব দেশের রাষ্ট্রদূতেরা তাদের নিজ নিজ দেশের 'অভিনন্দন বার্তা' পৌঁছে দেন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সোমবার গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন।

এসময় চীনের নেতাদের পক্ষে থেকে শেখ হাসিনাকে 'উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভকামনা বার্তা' পৌঁছে দেন তিনি।

শেখ হাসিনার সাথে আলোচনার সময় রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও তাকে আশ্বাস দেন যে, বাংলাদেশের আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে চীন সবসময় সবচেয়ে 'বিশ্বস্ত সহযোগী ও বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য বন্ধু' হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

মি. ইয়াও আরও বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষাসহ যে কোন বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবে চীন।

এছাড়া অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনে বাংলাদেশকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত।

প্রায় কাছাকাছি সময়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার ভিকেন্তিয়েভিচ মাস্টিটাস্কিও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে দেখা করে অভিনন্দন জানান।

আওয়ামী লীগ সংসদ নির্বাচনে সংখাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে অভিনন্দন জানিয়েছেন পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ, নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারী এবং শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার ধর্মপাল ওয়েরাক্কোদি।

এছাড়া, ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েনসিল, ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রদূত লিও টিটো এল. আউসান জুনিয়র, ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত পাউলো ফার্নান্দো ডায়াস ফেরেস, মরক্কোর রাষ্ট্রদূত মোহামেদ সাগরোচনি এবং সিঙ্গাপুর কনস্যুলেটের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স শিলা পিল্লাইও শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে অভিনন্দন জানান।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় পেয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

নির্বাচনে গড়ে ৪১.৮ ভোট পড়েছে বলে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল।

অন্যদিকে, এই নির্বাচনকে 'প্রহসন' বলে আখ্যায়িত করেছে নির্বাচনে অংশ না নেওয়া অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি।

এছাড়া ভোট কারচুপি এবং অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের মিত্র জাতীয় পার্টিও।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ৪৪টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে এবারের নির্বাচনে অংশ নিয়েছে মাত্র ২৭টি দল।

যদিও সব দলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে শুরু থেকেই তাগিদ দিয়ে আসছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা দেশগুলো।

কিন্তু শেষমেশ বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলোকে বাদ দিয়েই 'ডামি প্রার্থী' এবং তথাকথিত 'কিংস পার্টিদের' নিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগই অবধারিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

ফলে এই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন।

এ পটভূমিতে কোন কোন দেশ আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, তা নিয়ে অনেকের মধ্যে বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

সাতই জানুয়ারির সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে কোনও পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়নি বলে জানিয়েছে বাংলাদেশে অবস্থিত কানাডা হাইকমিশন।

টুকরো খবর

ভারত এবং মালদ্বীপের মধ্যে কূটনৈতিক সংঘাতের সূত্রপাত হল যেভাবে

মালে ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক লাক্ষাদ্বীপ সফরের ছবিতে মালদ্বীপের মন্ত্রী মরিয়াম শিউনা এবং অন্যান্য নেতাদের আপত্তিজনক মন্তব্যকে ঘিরে কূটনৈতিক উত্তেজনা ও সংঘাতের পারদ ঊর্ধ্বমুখী। গত বছর ক্ষমতায় আসার পর রাষ্ট্রপতি মুহম্মদ মুইজ্জু ভারতীয় সেনাকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলার বিষয়টিকে ঘিরে তরজা অব্যাহতত ছিল। মি মুইজ্জু রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর দুই দেশের সম্পর্কের ক্রমাগত অবনতি হয়েছে। তারপর মালদ্বীপ সরকারের মন্ত্রী মরিয়ম শিউনাসহ আরও দু'জনের মন্তব্য দুই দেশের সম্পর্কের প্রেক্ষিতে একটা বড় ধাক্কা বলেই মনে করা হচ্ছে। ওই আপত্তিকর পোস্ট নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর সোমবার (৮ই জানুয়ারি) ভারত মালদ্বীপের হাই কমিশনারকে তলব করেছে। সেখানে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজেদের অবস্থানের কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, ভারতের সাধারণ নাগরিক এবং একাধিক বিখ্যাত ব্যক্তি এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। বয়কটমালদ্বীপ যেমন ভারতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে ট্রেন্ড করছে, তেমনই ট্রেন্ড করছে এক্সপ্লোরলাক্ষাদ্বীপও। এদিকে, বিতর্ক জোরাল হতেই মালদ্বীপের মোহাম্মদ মুইজ্জু সরকার নিজেদের ক্ষতির পরিমাণ কমাতে সচেষ্ট হয়েছে। প্রথমে, ওই মন্তব্যের সঙ্গে সরকারের কোনও যোগ নেই বলে একটি লিখিত বিবৃতি জারি করা হয়। পরে যারা ওই মন্তব্য করেছেন তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে বলে সরকারের তরফে দাবি করা হয়। মালদ্বীপ সরকারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতকে অপমান করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি জারি করেছে। সরকারি পদে থাকাকালীন যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ধরনের পোস্ট করেছেন তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে।' রিপোর্ট বলছে, মরিয়ম শিউনা ছাড়াও বরখাস্ত করা হয়েছে মালশা শরিফ ও মাহজুম মজিদকেও। মালদ্বীপের সাবেক ডেপুটি স্পিকার এবং সাংসদ ইভা আবদুল্লাহ মন্ত্রীদের বরখাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত করে উল্লেখ করেছেন, মালদ্বীপ সরকারের উচিত ভারতের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে তিনি বলেন, মালদ্বীপ সরকার ওই মন্ত্রীর বক্তব্য থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে এই বিষয়টা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি যে সরকার ওই মন্ত্রীদের বরখাস্ত করেছে, তবে আমার মনে হয় মালদ্বীপ সরকারের ভারতীয়দের কাছে ক্ষমা চাওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। তার কথায়, মন্ত্রীর মন্তব্য লজ্জাজনক। তিনি বর্ণবাদী এবং তা মেনে নেওয়া যায় না। এটা কিন্তু মালদ্বীপের আপামর জনসাধারণের ভারত ও ভারতীয়দের প্রতি মতামত নয়। আমরা ভারতের উপর কতটা নির্ভরশীল সেটা আমরা জানি। যখনই আমাদের প্রয়োজন হয়েছে, ভারতই প্রথমে সাহায্য করেছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য, পর্যটন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা ভারতের উপর নির্ভরশীল। মানুষ এটা জানে এবং তারা কৃতজ্ঞও। সাবেক মন্ত্রী ও বর্তমান সরকারের জোটসহ সব রাজনৈতিক দল এই অবমাননাকর মন্তব্যের নিন্দা করেছে। এর আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাশিদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মুহম্মদ সোলিহ এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ শাহিদ এই বিবৃতির নিন্দা করে তাদের দেশের সরকারকে পরামর্শ দেন। সাম্প্রতিককালে মালদ্বীপ এবং ভারতের সম্পর্কের সমীকরণ বদলেছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে মি মুইজ্জু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে কিন্তু তিক্ততা বেড়েছে। তার আগে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ছিলেন ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহ। সে সময়ে সরকার 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' নীতি অনুসরণ করেছে। অন্যদিকে, মি মুইজ্জু 'ইন্ডিয়া আউট' স্লোগান দিয়েই ভোটে লড়েন। নির্বাচনে জেতার পর রাষ্ট্রপতি মুইজ্জুর সিদ্ধান্তে দুই দেশের সম্পর্কে ক্রমশ দূরত্ব বেড়েছে। মি মুইজ্জুকে ভারতের থেকে বেশি 'চীনের কাছের' বলে মনে করা হয়। চলতি সপ্তাহের শুরুতে লাক্ষাদ্বীপ সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরের ছবিগুলি তার অফিসিয়াল এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে পোস্ট করা হয়েছিল। ছবিগুলি শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, যারা 'অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন' তাদের অবশ্যই লাক্ষাদ্বীপে আসতে হবে। প্রধামন্ত্রীকে 'স্নর্কেলিং' (স্নর্কেল মাস্ক পরে ডুব সাঁতার) করতেও দেখা যায়।দেখতে গেলে প্রধানমন্ত্রী লাক্ষাদ্বীপের পর্যটনের প্রচারও করেছেন। তার পোস্ট করা ছবি দেখে কয়েক লক্ষ মানুষ হঠাৎ গুগলে লাক্ষাদ্বীপ সার্চ করতে থাকেন। মালদ্বীপের পরিবর্তে লাক্ষাদ্বীপে মানুষের ছুটি কাটাতে যাওয়া উচিএই আলোচনায় সরগরম হয়ে ওঠে সমাজ মাধ্যম। প্রসঙ্গত, ভারত থেকে প্রতি বছর দুই লাখেরও বেশি মানুষ মালদ্বীপ ঘুরতে যান। মালদ্বীপে ভারতীয় হাইকমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে দুই লক্ষ ৪১ হাজার এবং ২০২৩ সালে প্রায় দু'লক্ষ মানুষ মালদ্বীপ ঘুরতে গিয়েছিলেন। মালদ্বীপের পরিবর্তে লাক্ষাদ্বীপে যাওয়ার আলোচনা যখন ভারতের সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র হয়ে ওঠে, তখন প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে মালদ্বীপ থেকেও। এর মধ্যে একটি মন্তব্য ছিল মালদ্বীপ সরকারের মন্ত্রী মরিয়ম শিয়ুনার। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর ছবি নিয়ে আপত্তিকর কথা বলেন। পরে অবশ্য মুছে ফেলেন টুইট। অন্য একটিস টুইটে মরিয়ম লেখেন, 'মালদ্বীপের ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই।' মরিয়ম সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন অনেক টুইট শেয়ার করেছেন যেখানে মালদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং ভ্রমণপিপাসুদের মালদ্বীপে আসতে বলা হয়। মরিয়ম ছাড়াও মালদ্বীপের একাধিক নেতা একই ধরনের মন্তব্য করেছেন, যা ভারতীয়দের ক্ষুব্ধ করেছে। ওই মন্তব্যগুলোকে ঘিরে ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়াও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বলিউডের তারকা এবং বিখ্যাত খেলোয়াড়রাও ভারতের সমর্থনে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এর প্রভাব দেখা গিয়েছে মালদ্বীপেও। মালদ্বীপের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ নাশিদ তার দেশের সরকারকে বিষয়টি সামাল দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। সমাজমাধ্যমে নিজের মত প্রকাশ করে মি নাশিদ লিখেছেন, মালদ্বীপ সরকারের মন্ত্রী কী ভয়ঙ্কর ভাষায় কথা বলেছেন এবং সেটাও এমন একটি দেশের সম্পর্কে যেটি মালদ্বীপের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুইজ্জু সরকারের উচিত এ ধরনের বক্তব্য থেকে দূরে থাকা। এছাড়াও, এটা স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত যে এগুলি সরকারের মতামত নয়। মালদ্বীপের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহামেদ সোলিহ ওই মন্তব্য 'অসংবেদনশীল' এবং দুই দেশের সম্পর্ককে 'নষ্ট' করার মতো বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে মালদ্বীপের সরকারি কর্মকর্তাদের সমাজ মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের নিন্দা জানাই। ভারত সবসময়ই মালদ্বীপের ভালো বন্ধু। আমাদের দুই দেশের পুরনো বন্ধুত্বকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন অসংবেসদনশীল মন্তব্য আমাদের মেনে নেওয়া উচিত নয়। মালদ্বীপের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ শাহিদ একটি পোস্টে লিখেছেন, বর্তমান মালদ্বীপ সরকারের উপমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন জোটের এক রাজনৈতিক দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে যে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন তা নিন্দনীয় ও ন্যক্কারজনক। সরকারের এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের শালীনতা বজায় রাখা উচিত। তাদের মেনে নিতে হবে তার পক্ষে সোশ্যাল আক্টিভিজম সম্ভব নয় এবং তাকে দেশের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। আবদুল্লাহ শাহিদের কথায়, আমাদের সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জনগণের দৃঢ় বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভারতের বন্ধুত্বের নজির আমরা আগেও দেখেছি। এর কয়েক ঘণ্টা পর মালদ্বীপ সরকার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বিষয়টি স্পষ্ট করে। রবিবার প্রকাশ করা সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, বিদেশী নেতা এবং শীর্ষ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সমাজ মাধ্যমে করা অবমাননাকর মন্তব্য সম্পর্কে সরকার অবগত। এই মতামতগুলি একেবারে ব্যক্তিগত এবং তা মালদ্বীপ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে না। বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার বিশ্বাস করে যে বাকস্বাধীনতাকে গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল ভাবে বিবেচনা করা উচিত যাতে ঘৃণা, নেতিবাচকতা বৃদ্ধি না পায় বা আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে মালদ্বীপের সম্পর্ককে প্রভাবিত না করে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো এ ধরনের অবমাননাকর মন্তব্যকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবে না। মালদ্বীপের মন্ত্রীর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ভারত আপাতত উত্তাল। দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে সোমবার ডেকে পাঠানো হয় ভারতে মালদ্বীপের হাই কমিশনার ইব্রাহিম সাহিদকে। সুত্রের খবর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এদিকে অবমাননাকর মন্তব্যকে ধিক্কার জানিয়ে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ, বলিউড তারকা, খেলোয়াড়সহ অনেকেই। একাধিক বড় তারকা ঘুরতে যাওয়ার জন্য মালদ্বীপের পরিবর্তে লাক্ষাদ্বীপকে বেছে নাওয়ার কথা জানিয়েছেন। লাক্ষাদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা জানিয়ে কেউ বা সেখানেই শুটিং করার কথা জানিয়েছেন। ভারতের ভ্রমণপিপাসুদের অনেকেই মালদ্বীপের যাওয়ার আসন্ন পরিকল্পনা বাতিল করেছেন বলে জানিয়েছেন। একটি বেসরকারি ভ্রমণসংস্থা ঘোষণা করেছে তারা মালদ্বীপের বুকিং বাতিল করছে। দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য ভ্রমণসংস্থাও একই পন্থা নিয়েছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
10:01:2024

গেজেট প্রকাশ, নতুন সংসদ সদস্যদের শপথ বুধবার

ঢাকা : বাংলাদেশে সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। বিজয়ী নতুন সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে বুধবার। এদিন সকাল ১০টায় জাতীয় সংসদের শপথকক্ষে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ানো হবে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের বর্তমান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। মিজ চৌধুরী নিজেও এবার রংপুর ৬ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথমে নিজে দ্বাদশ সংসদের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন, তারপর অন্যদের শপথ পড়াবেন। সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে শুরু হবে নতুন সরকার গঠনের পর্ব। বিএনপি বিহীন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হওয়ায় বর্তমান দলটি পুনরায় সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, বৃহস্পতিবার নাগাদ নতুন সরকার দায়িত্ব নিতে পারে। মঙ্গলবার বিকেলে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নামের তালিকার গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব আশোক কুমার বেরনাথ। জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে গত সাতই জানুয়ারি ২৯৯ আসনে ভোট হয়েছে।

হাসান নাসরাল্লাহ, যিনি লেবাননকে হাতের মুঠোয় কব্জা করে নিয়েছেন

লেবানন ঃ শেখ হাসান নাসরাল্লাহ হলেন একজন শিয়া ধর্মপ্রচারক, যিনি ১৯৯২ সাল থেকে লেবাননের ইরানপন্থী শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহ'র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

হেজবুল্লাহকে বর্তমানে লেবাননের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করা হয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল, লেবাননের জাতীয় সেনাবাহিনীর পাশাপাশি একমাত্র তাদেরই নিজস্ব শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে। এদিকে, হেজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরাল্লাহ লেবাননসহ অন্যান্য আরব দেশেগুলোতেও ভীষণ জনপ্রিয়।

কারণ, লেবাননের রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং দেশটির সরকার কাঠামোতে হেজবুল্লাহ যেভাবে প্রবেশ করেছে, এর পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এই নেতা।

ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান এবং দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে নাসরাল্লাহ'র।

এখানে সবচেয়ে অবাক করা বিষয়টি হল, হেজবুল্লাহকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সত্ত্বেও, ইরানের নেতারা বা নাসরাল্লাহ, কেউই কখনও তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা গোপন বা অস্বীকার করেন নি।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হাসান নাসরাল্লাহ'র যেমন অনেক অন্ধ ভক্ত আছে, তেমনি তার ঘোর শত্রুরও কোনও অভাব নেই। আর ঠিক এই কারণেই ইসরায়েলের হাতে নিহত হওয়ার ভয়ে বহু বছর ধরে তিনি জনসমক্ষে আসছেন না।

কিন্তু তার এই আত্মগোপনের কারণে ভক্ত বা অনুসারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন না। প্রায় প্রতি সপ্তাহে তিনি টেলিভিশনে তার ভক্তদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেন। সেখানে তিনি লেবানন ও বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন এবং তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর চাপ দেয়ার চেষ্টা করেন।

বলা হয়ে থাকে, ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এইসব বক্তৃতা মূলত নাসরাল্লাহ'র প্রধান হাতিয়ার।

১৯৬০ সালের অগাস্টে পূর্ব বৈরুতের একটা দরিদ্র এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন নাসরাল্লাহ। তার বাবা একটা ছোট মুদি দোকানের মালিক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন নয় ভাইবোনের মাঝে সবার বড়।

লেবাননে যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তখন নাসরাল্লাহ'র বয়স মাত্র পাঁচ বছর। ভূমধ্যসাগরের কোলঘেঁষা এই ছোট্ট দেশটিতে টানা ১৫ বছর ধরে বিধ্বংসী যুদ্ধ চলার কারণে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিলো তখন।

সেইসময় লেবাননের নাগরিকরা ধর্ম ও জাতিসত্ত্বার ভিত্তিতে একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

তবে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হেজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরাল্লাহ'র বাবা লেবাননের রাজধানী বৈরুত ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি দক্ষিণ লেবাননের আল বেজুরিয়াহ গ্রামে চলে আসেন।

এই গ্রামে ছিল তার পৈতৃক বাড়ি, অর্থাৎ নাসরাল্লাহ'র দাদার বাড়ি। আল জানুব প্রদেশের টায়ার শহরের অধিকাংশ গ্রামের মতো এই গ্রামেরও বেশিরভাগ বাসিন্দাই ছিল শিয়া মতবাদের।

তাই, নাসরাল্লাহ'র প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সময়টা কেটেছিল দক্ষিণ লেবাননের শিয়া মুসলিমদের সাথে, যারা বিশ্বাস করেন যে অটোমান বা উসমানীয় সাম্রাজ্য এবং ফরাসি সাম্রাজ্যের মতো ঔপনিবেশিক যুগে তারা অনেক প্রকার বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিলো।

তাদের এই মনোভাব স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও বহাল ছিল। তখন খ্রিস্টান এবং সুন্নিরা ক্ষমতায় ছিল। এইসময় খ্রিস্টান এবং সুন্নি মিলিশিয়া গ্রুপগুলোর ব্যাপারে সামরিক সাফল্য অর্জনের জন্য বিদেশি সহায়তা গ্রহণের অভিযোগ ছিল।

সেই সময় দক্ষিণ ও পূর্ব লেবাননের বেকা উপত্যকার বাইরে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া জনগোষ্ঠী এবং ম্যারোনাইট ও অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের ছোট ছোট গোষ্ঠীবসবাস করতো। ফিলিস্তিনে ইহুদি শাসন প্রতিষ্ঠার বছরগুলিতে এসব গোষ্ঠী ইসরায়েলের হামলার মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল।

এই পরিবেশে হাসান নাসরাল্লাহ কেবল তার শিয়া পরিচয় এবং জাতিগত শিকড়ের দিকেই ঝুঁকে পড়েননি, সেইসাথে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক গোষ্ঠীর সদস্যও হয়েছিলেন।

লেবাননের সেই প্রভাবশালী এবং সক্রিয় গোষ্ঠীটির নাম 'আমাল মুভমেন্ট', যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুসা আল সাদর নামক একজন ইরানী ধর্মপ্রচারক বা ধর্মনেতা।

লেবাননে প্রত্যাবর্তন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম

হাসান নাসরাল্লাহ'র বয়স যখন ১৬ বছর, তখন তিনি ইরাকের নাজাফাতে গিয়েছিলেন।

ইরাক তখন এতটাই অস্থিতিশীল দেশ যে এটি টানা দুই দশক ধরে বিপ্লব, রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলো। ঐসময় রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন হাসান আল বকর। কিন্তু তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইরাকের রাজনীতিতে তখন উল্লেখযোগ্য প্রভাব অর্জন করেছিলেন।

এদিকে, নাজাফে দুই বছর থাকার পর ইরাকের বা'থ পার্টির নেতারা, বিশেষ করে সাদ্দাম হোসেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে শিয়াদেরকে দুর্বল করার জন্য তাদেরকে আরও জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদের সেই পদক্ষেপগুলোর মাঝে অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল, ইরাকি মাদ্রাসা থেকে লেবাননের সব শিয়া শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা।

যদিও নাসরাল্লাহ নাজাফে মাত্র দুই বছর পড়াশুনা করেছিলেন এবং তারপর তাকে ঐ দেশ ছেড়ে আসতে হয়েছিল। কিন্তু নাজাফে থাকার এই সময়টা এই তরুণ লেবানিজের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এখানে উল্লেখ্য, নাজাফে থাকাকালীন তিনি আব্বাস মোসাভি নামক একজন ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

ইরান-লেবাননভিত্তিক শিয়া মতবাদের ধর্মপ্রচারক মুসা আল সাদরের একজন ছাত্র ছিলেন মোসাভি। নাজাফে থাকার সময় মোসাভি ইরানি রাজনীতিবিদ ও শিয়া মুসলিম ধর্মগুরু রুহুল্লাহ খোমেনির রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এই আব্বাস মোসাভি হাসান নাসরাল্লাহ'র চেয়ে আট বছরের বড় ছিলেন এবং তিনি খুব দ্রুত নাসরাল্লাহ'র জীবনে একজন কঠোর শিক্ষক ও প্রভাবশালী পরামর্শক হয়ে ওঠেন।

তারা দু'জনই ইরাকের নাজাফ থেকে লেবাননে ফিরে সেখানে চলমান গৃহযুদ্ধে যোগ দেন।

এসময় নাসরাল্লাহ আব্বাস মোসাভির নিজ শহর বেকা উপত্যকার একটা মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন।

হাসান নাসরুল্লাহ লেবাননে ফেরার এক বছর পর ইরানে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। আব্বাস মোসাভি এবং হাসান নাসরাল্লাহ'র মতো একজন ধর্মীয় নেতা রুহুল্লাহ খোমেনি ইরানের ক্ষমতা দখল করেন।

এই ঘটনা লেবাননের শিয়া মুসলিম এবং ইরানের সম্পর্ককে গভীরভাবে বদলে দেয়। দেশটির শিয়াদের রাজনৈতিক জীবন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম ইরানের এই ঘটনা ও শিয়া মতাদর্শ দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

তবে ব্যক্তিগতভাবে হাসান নাসরাল্লাহ'র তৎকালীন ইসলামি প্রজাতন্ত্রের নেতা রুহুল্লাহ খোমেনি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণ হল, ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮১ সালে তিনি তেহরানে রুহুল্লাহ'র সাথে দেখা করেন।

তখন খোমেইনি নাসরাল্লাহকে লেবাননে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন। নাসরাল্লাহ'র দায়িত্ব ছিল 'হিসবাহ' সম্পর্কিত বিষয়াদি দেখা এবং ইসলামি তহবিল জোগাড় করা।

এই দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নাসরাল্লাহ মাঝে মাঝেই ইরানে আসা যাওয়া শুরু করলেন। এসময় তিনি ইরান সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের এবং ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরের মানুষদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুললেন।

ইরানের শিয়া মুসলিমরা লেবাননের শিয়াদের সাথে ধর্মীয় বন্ধন এবং ঐতিহাসিক রেকর্ডকে গুরুত্ব দিয়েছিলো।

ইরানের শিয়াদের একতার মূলমন্ত্র ছিল পশ্চিমা বিরোধী মনোভাব, যেটি প্রচার করেছিলেন রুহুল্লাহ খোমেনি।

সে সময় মধ্যপ্রাচ্যে সংবাদ প্রচারের নীতি ইসরায়েলবিরোধী রূপ ধারণ করে। সেইসাথে, ইরানের বৈদেশিক নীতিতে 'ফিলিস্তিনি আদর্শ' অগ্রাধিকার পেতে থাকে।

এইসময় গৃহযুদ্ধ ও অস্থিরতার দ্বারা অবরুদ্ধ লেবানন ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের ঘাঁটি হয়ে উঠলো। লেবাননের বৈরুত ছাড়াও দক্ষিণ লেবাননে তাদের একটা শক্ত অবস্থান ছিলো।

ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতার মাঝে ইসরায়েল ১৯৮২ সালের জুন মাসে লেবানন আক্রমণ করে এবং ইসরায়েল খুব দ্রুত দেশটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো দখল করে নেয়। যদিও ইসরায়েল দাবী করেছে, ফিলিস্তিনি আগ্রাসনের জবাবে তারা এ হামলা চালিয়েছে।

লেবাননে ইসরায়েলের হামলার কিছুদিন পর ইরাকের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ইরান। ফলে ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশান গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর সামরিক কমান্ডাররা সিদ্ধান্ত নেন যে তারা ইরানের তত্ত্বাবধায়নে লেবাননে একটা পূর্ণাঙ্গ মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করবেন। তারা তখন এই বাহিনীর নাম দেয় 'হেজবুল্লাহ', যার অর্থ সৃষ্টিকর্তার দল।

হেজবুল্লাহ ১৯৮৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। হাসান নাসরাল্লাহ, আব্বাস মোসাভি এবং আমাল মুভমেন্টের আরও কয়েকজন সদস্য একসাথে এই নবগঠিত সংগঠনটিতে যোগ দেন। তখন সংগঠনটি'র নেতৃত্ব দেন সুভি আল তুফায়লি নামক একজন।

এদিকে, আমেরিকান বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করার কারণে এই দলটি খুব দ্রুত আঞ্চলিক রাজনীতিতে তার পদচিহ্ন তৈরি করে ফেলে।

হেজবুল্লাহ'র নেতৃত্ব প্রাপ্তির দিকে নাসরুল্লাহ

নাসরাল্লাহ যখন হেজবুল্লাহ গ্রুপে যোগ দেন, তখন তার বয়স মাত্র ২২ বছর। শিয়া ধর্মপ্রচারকদের মানদণ্ড অনুযায়ী, তিনি ছিলেন একদম নবীন। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইরানের সঙ্গে নাসরাল্লাহ'র সম্পর্ক আরও গভীর হয়। তখন তিনি ধর্ম বিষয়ক পড়াশুনার জন্য ইরানের কোম শহরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কোমের মাদ্রাসায় থাকাকালীন নাসরাল্লাহ পার্সিয়ান ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং ইরানের অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। এরপর যখন তিনি লেবাননে ফিরে আসেন, তখন তার এবং আব্বাস মোসাভির মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। কারণ মোসাভি হাফেজ আসাদের নেতৃত্বে লেবাননে সিরিয়ার কার্যক্রম বাড়ানোকে সমর্থন দিয়েছিলেন। বিপরীতে, নাসরাল্লাহ চাচ্ছিলেন, হেজবুল্লাহ যাতে আমেরিকান এবং ইসরায়েলি সৈন্যদের আক্রমণের দিকে মনোনিবেশ করে।

কিন্তু নাসরাল্লাহ'র কথা কেউ শুনছিলেন না। তিনি তখন হেজবুল্লাহ'র মাঝে নিজেকে সংখ্যালঘু হিসেবে খুঁজে পেয়েছিলেন। তবে এই ঘটনাপ্রবাহের তার কিছুদিনের মাঝে তাকে ইরানে হেজবুল্লাহ'র প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এই পদবী তাকে আবার ইরানে ফিরিয়ে নেয় এবং একইসাথে দূরেও সরিয়ে দেয়।

প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল, হেজবুল্লাহ'র ওপর ইরানের প্রভাব কমে যাচ্ছে। তেহরানের ব্যাপক সমর্থন থাকা সত্ত্বেও, হেজবুল্লাহ'র সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করা চ্যালেঞ্জিং প্রমাণ হতে থাকলো।

উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে ১৯৯১ সালে সুভি আল তুফায়ালিকে হেজবুল্লাহ'র সেক্রেটারি জেনারেলের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। কারণ তিনি ইরানের সাথে হেজবুল্লাহর সংশ্লিষ্টতা বা সম্পর্কের বিরোধিতা করেছিলেন। তখন সুভি'র জায়গায় আব্বাস মোসাভিকে নিযুক্ত করা হয়।

তুফায়ালিকে সরিয়ে দেয়ার পর হাসান নাসরাল্লাহ দেশে ফিরে আসেন। তখন লেবাননে সিরিয়ার ভূমিকা নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়েছিলো। তিনি তখন পুরোপুরিভাবে হেজবুল্লাহ গ্রুপের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড', অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হয়ে গেলেন।

নাসরাল্লাহ'র নেতৃত্বে হেজবুল্লাহ আব্বাস মোসাভি হেজবুল্লাহ'র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার এক বছরেরও কম সময়ের মাঝে ইসরায়েলি এজেন্টদের হাতে নিহত হন। একই বছর, ১৯৯২ সালে, এই গ্রুপের নেতৃত্ব হাসান নাসরাল্লাহর কাঁধে এসে পড়ে।

সে সময় তার বয়স হয়েছিলো ৩২ বছর এবং অনেকে মনে করেছিলেন, তাকে গোষ্ঠীটির প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করার কারণ হল, ইরানের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক। এমনকি, অনেক শিয়া আলেমদের দৃষ্টিকোণ থেকে তার পর্যাপ্ত ধর্মজ্ঞানেরও অভাব ছিলো। এইসব কারণে নাসরাল্লাহ পুনরায় তার পড়াশুনা শুরু করেছিলেন।

এদিকে, ক্ষমতা গ্রহণের পর হাসান নাসরাল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল লেবাননের নির্বাচনে 'হেজবুল্লাহ' সদস্যদের মনোনয়ন দেয়া। সৌদি আরবের মধ্যস্ততায় লেবাননের গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার একবছর পার হয়ে গেছে। তখন তিনি হেজবুল্লাহ'র সামরিক শাখার পাশাপাশি একটা রাজনৈতিক শাখা তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলস্বরূপ, হেজবুল্লাহ প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে লেবাননের আটটি সংসদীয় আসন জিতে নেয়। তখন বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে হেজবুল্লাহকে অভিযুক্ত করা হচ্ছিলো।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা যা বলছে

নিউ ইয়র্ক ঃ বাংলাদেশে সাতই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড' মেনে অনুষ্ঠিত হয়নি বলে মনে করে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য।

বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রায় দুইদিন পর পশ্চিমা পরাশক্তির দেশ দুটি এ নিয়ে পৃথক বিবৃতি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

সোমবার অর্থাৎ আটই জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়। একই দিনে যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)ও পৃথক

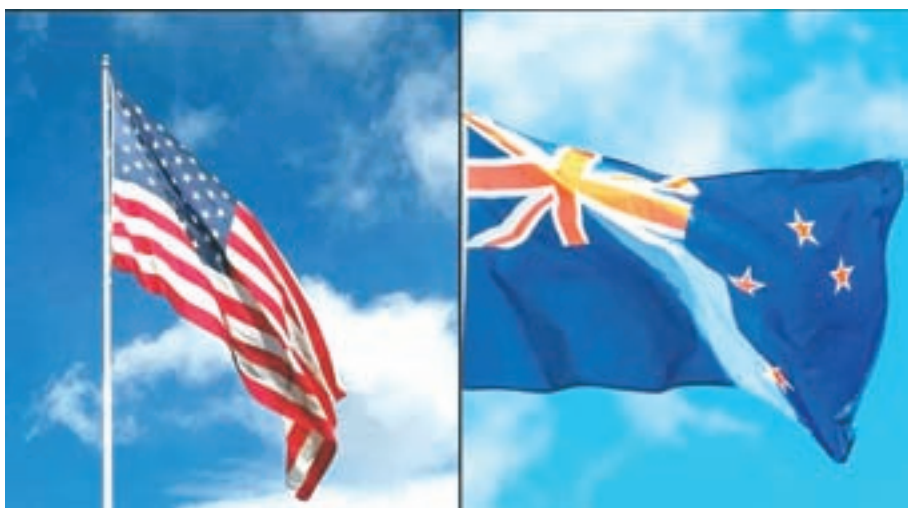

বিবৃতি দেয়।

নির্বাচনের আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমের কয়েকটি দেশ বাংলাদেশে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং অবাধ নির্বাচন করার জন্য তাগিদ দিয়ে আসছিলো।

যা বলছে যুক্তরাষ্ট্র

সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের কার্যালয় থেকে ইস্যু করা বিবৃতির শিরোনাম ছিল 'পার্লামেন্টারি ইলেকশনস ইন বাংলাদেশ'। প্রায় একই বক্তব্য নিয়ে মি. মিলার সামাজিক মাধ্যম এক্সেও (সাবেক টুইটার) একটি পোষ্ট দিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণ এবং তাদের গণতন্ত্র, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে।

ম্যাথিউ মিলারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ্য করেছে সাতই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন নিয়ে জয়ী হয়েছে।

তবে, হাজারো বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীর গ্রেফতার এবং নির্বাচনের দিনে বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরণের অনিয়মের খবরে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন।

সেই সাথে, বাংলাদেশের এই নির্বাচন সুষ্ঠ ও অবাধ হয়নি বলে অন্য পর্যবেক্ষকদের প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্র একমত বলে জানানো হয় বিবৃতিতে।

এছাড়া নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ না করায় হতাশা প্রকাশ করা হয়।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, নির্বাচনের সময় এবং এর আগের মাসগুলোতে বাংলাদেশে যেসব সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, তার নিন্দা জানায় যুক্তরাষ্ট্র।

সহিংসতার ঘটনাগুলোর বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ নিতে বাংলাদেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

সেই সাথে সব দলের প্রতি সহিংসতা পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছে ওয়াশিংটন।

তবে, সামনের দিনে, বাংলাদেশের সঙ্গে একটি অবাধ ও মুক্ত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল গঠন, মানবাধিকার এবং বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের প্রতি সমর্থন অব্যহত রাখতে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর দুই দেশের জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নেও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের কথা জানানো হয়।

যুক্তরাজ্যের প্রতিক্রিয়া

যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) বা দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্য বাংলাদেশে সাতই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে বিশ্বাসযোগ্য, মুক্ত ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ওপর। মানবাধিকার, আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি।

নির্বাচনের আগে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বহু সংখ্যক কর্মীর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মত যুক্তরাজ্যও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বিবৃতিতে নির্বাচনের প্রচারণার সময় সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছে।

এছাড়া নির্বাচনে সব দল অংশ না নেয়ায় বাংলাদেশের মানুষের হাতে ভোট দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিকল্প ছিল না বলে মতামত দেয়া হয়েছে বিবৃতিতে।

তবে, যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, একটি টেকসই রাজনৈতিক সমঝোতা ও সক্রিয় নাগরিক সমাজের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে দীর্ঘ মেয়াদে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের প্রতি নিজেদের মতপার্থক্য দূর করে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য। আর এ প্রক্রিয়ায় সমর্থন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে দেশটি।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান যা বলছেন

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার টার্ক এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার এবং আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছেন। তিনি প্রকৃত 'অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রে'র জন্য সরকারকে 'গতিপথ পরিবর্তন করার' আহবান জানিয়েছেন।

সোমবার দেয়া এক বিবৃতিতে টার্ক নবনির্বাচিত সরকারকে দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতি পূরণে পদক্ষেপ নিতে আহবান জানান।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান বলেছেন, ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাসহ প্রায় ২৫ হাজারের মতো কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে। গত দুই মাসে অন্তত ১০ জন বিরোধী দলের সমর্থক জেল কাস্টডিতে মারা গেছে বা খুন হয়েছে।

অনেক মানবাধিকার কর্মী আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছেন, কেউ কেউ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন, যেখানে নভেম্বরেই বেশিরভাগ সন্দেহভাজন জোরপূর্বক গুমের ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়েছে।

বিবৃতিতে মি. টার্ক বলেছেন, এসব ঘটনার স্বাধীন তদন্ত হওয়া উচিত এবং যারা জড়িত তাদের অবশ্যই স্বচ্ছ এবং ন্যায় বিচারের আওতায় আনতে হবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্ন সময় মতামত প্রকাশ করেছে।

বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর দমনপীড়ন বন্ধ, সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্বাধীন মত প্রকাশে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।